SEBA

ANNUAL REPORT 2025

Socio Economic Backing Association (SEBA)

www.seba-bd.org

ANNUAL REPORT | 2024-25

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ অর্থবছর

সংকলন ও সম্পাদনায়
এইচআরডি (প্রকাশনা বিভাগ), সেবা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
নির্বাহী পরিচালক

সহযোগিতায়
প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ।

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৫

প্রতিবেদনের সময়কাল
জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫

কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
পিএস-নির্বাহী পরিচালক

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
প্রধান কার্যালয়: সেবা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন নম্বর ঃ +৮৮০২৯৯৭৭-৫১৬০২, +৮৮০২৯৯৭৭-৬২৯৮৮
ই-মেইলঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.seba-bd.org

উৎসর্গ

রূপান্তরের অঙ্গীকার নিয়ে সবসময়
নতুন উদ্যমে যাঁরা এগিয়ে চলে,
মানবতার সেবায় সদা নিয়োজিত সেবা'র
সেই সব নির্ভিক কর্মীবাহিনীর উদ্দেশ্যে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ অর্থবছর

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বাণী মুখবন্ধ ও পরিচিতি	সভাপতির বাণী	০৫
	মুখবন্ধ	০৬-০৭
	পরিচালনা পর্ষদ	০৮
	সাধারণ পর্ষদ	০৯
	কার্যনির্বাহী পর্ষদ, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, সমন্বয়কারী-ডিভিশনাল ম্যানেজার ও বিভাগীয় প্রধান	১০
	অর্গানোগ্রাম	১১
প্রথম অধ্যায়	সংস্থার পরিচিতি (Profile of SEBA)	১২-১৪
	পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা	১৫
	আইনগত বৈধতা, নেটওয়ার্কিং সংস্থা, সহযোগি সংস্থা সমূহ (তহবিলের উৎস)	১৬
	সেবা'র বর্তমান কর্মএলাকা	১৭
	একনজরে কর্মএলাকার তথ্য (৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)	১৮
	অনুপাত বিশ্লেষণ ও ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য (৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত), চলমান কর্মসূচি	১৯
	ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫	২০-২১
	সিএম সম্মেলন-২০২৫	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২৩-২৫
তৃতীয় অধ্যায়	মাইক্রোফাইন্যান্স (ক্ষুদ্রঋণ) কর্মসূচি	২৬-৩৬
চতুর্থ অধ্যায়	গৃহায়ন কর্মসূচি	৩৭
পঞ্চম অধ্যায়	স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি	৩৯
সপ্তম অধ্যায়	গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প	৪০-৪১
অষ্টম অধ্যায়	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি	৪২
নবম অধ্যায়	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৩
দশম অধ্যায়	গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি	৪৪
একাদশ অধ্যায়	**সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ** (এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসুচি, বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি)	৪৫
দ্বাদশ অধ্যায়	বিবিধ কর্মসূচিঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন, বিএনএফ দিবস উদযাপন এবং পরিদর্শক	৪৬-৪৭
	ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট সামারী	৪৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট ১ জুলাই' ২০২৪ টু ৩০ জুন'২০২৫)	৪৯-৫৫
--	উপসংহার ঃ	৫৬

সভাপতির বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় সেবা'র ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এজন্য, আমি অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দিত। গত ২৭ বছরের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরটি ছিল সেবার জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের একটি বছর। সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর চরম ত্যাগের মধ্য দিয়ে, এই চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি, এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া জানাই। এসময়ে সার্বিকভাবে সেবা'র ভিত্তি আরও মজবুত হয়েছে এবং এসব তথ্য এই প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে। এজন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী সেবা'র বোর্ড অব ডিরেক্টরস, টপ ম্যানেজমেন্ট এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করি, ভবিষ্যতেও উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকবে, ইনশাআল্লাহ!

আমরা সবাই নতুন আশায় বুক বাঁধি। কবি নাজিম হিকমতের ভাষায় সেবা'র কর্মীবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, "যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর, তা আজও আমরা দেখিনি। আমাদের সব চেয়ে সুন্দর শিশু আজও বেড়ে ওঠেনি। মধুরতম যে কথা আমি বলতে চাই, তা আজও আমি বলিনি। আমি জানি, দুঃখের ডালি আজও উজার হয়নি, কিন্তু একদিন হবে। দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষকে পৌঁছে দেবে মানুষ।" বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি বিশ্বাস করি, সময়টা এখন তারুণ্যের। তারুণ্যের ইতিবাচক শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে সত্যিকার অর্থেই বদলে যাবে বাংলাদেশ। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, মেধায়, মননে, তরুণদের আরও যোগ্যতর হয়ে উঠতে হবে। তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে সবসময় তাঁদের পাশেই রয়েছে সেবা সংস্থা।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক কর্মীবহিনী, তরুণ উদ্যোক্তা এবং এদেশের তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে শুধু বলতে চাই, আমরা সবাই যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই, তা হলো- পরিবর্তনকে। কিন্তু একথা নির্মম সত্য যে, পরিবর্তনই হচ্ছে স্থায়ী বাস্তবতা। জীবনের সকল কিছুই প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের হাত ধরেই এই পরিবর্তনগুলো ঘটে চলে প্রতিনিয়ত। তাই পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করা দরকার। পরিবর্তনকে যত ভয় পাবেন, জীবনে ততই অশান্তি নেমে আসবে। তাই, আমাদের উচিত পরিবর্তনের সাথে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং এটা যারা পারে তারাই প্রকৃত স্মার্ট মানুষ।

এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সকল শুভানুধ্যায়ী, সুশীল সমাজ, ব্যাংক, দাতা সংস্থা, সহযোগি সংস্থাসমূহের প্রতি, যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সেবা এগিয়ে চলছে। আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেবা'র উপদেষ্টামণ্ডলী এবং সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতি, যাঁরা নীতি-নির্ধারণী ভূমিকা ও সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। নিবেদিতপ্রাণ সকল কর্মীবাহিনীর নিরলস শ্রমের প্রতি সম্মান জানাই, যাঁরা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে, প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। 'সেবা'র উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন'-এই মূল স্লোগানটিকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন। পরিশেষে সেবা'র জন্য সকলের নিকট শুভকামনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

(তানভীর আহম্মেদ)
সভাপতি

মুখবন্ধ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন-সেবা'র এই বার্ষিক প্রতিবেদন এমন সময়ে প্রকাশ পাবে, যখন আমাদের এই মাইক্রোক্রেডিট সেক্টরের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় সেবা সংস্থা ২৮ বছরে পদার্পণ করবে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সেবা'র কর্মীবাহীনিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করেছি, তা সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুটা আমাদের কারও জন্যই সুখকর ছিল না। জুলাই আগস্টে কোটা সংস্কার আন্দোলনটি যে রক্তক্ষয়ী গণ অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল, তা ছিল দেশের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অধ্যায়। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এক মারাত্মক অবস্থায় উপনিত হয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভীত নরবড়ে থাকার কারণে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন শক্তহাতে যাঁরা হাল ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যথাযোগ্য মানুষদের সুদৃঢ় নেতৃত্বে আমাদের দেশ মুমূর্ষ অবস্থা থেকে বেঁচে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে অনেক। আর এ কারণে আমাদের সামনে এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও সংকট যতই থাকুক, এখন নিরাশার কথা বলার অবকাশ নেই। আমরা তো সবসময় আশায় বুক বাঁধি, যা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট। আশাবাদের কিছু কারণও রয়েছে। গত ১৭ মে ২০২৫ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস স্যার যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সচেতন মহলে সর্বজন বিদিত। তিনি বলেছেন, মাইক্রোক্রেডিট অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণব্যবস্থাই ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ। এর জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেছেন, এনজিও ভাবনা থেকে বেরিয়ে মাইক্রোক্রেডিটকে ব্যাংকিংয়ের ধারণা গ্রহণ করতে হবে, আর এ ধারণা গ্রহণ করেই সেবা দিতে হবে ঋণ গ্রহীতাকে। তাঁর বক্তব্য মাইক্রোক্রেডিট সেক্টরকে এক বিরল সম্মানে সম্মানিত এবং স্বীকৃত করেছে। এজন্য সেক্টরের পক্ষ থেকে তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা জানি বিশ্বের ইতিহাসে বড় বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতার মতো নেতা একজনই যথেষ্ট ছিলেন, বেশিরভাগ মানুষ তাঁদেরকে সহযোগিতাও করেছেন। আশাকরি, অধ্যাপক ইউনুস স্যারের হাত ধরে বাংলাদেশের মাইক্রোক্রেডিট সেক্টর দেশের টেকসই উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপি আরও অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে।

এবছর সেবা সংস্থা কর্তৃক লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করে, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি। দেশের প্রতিকূল অবস্থা এবছরের শুরুতেই আমাদেরকে হতাশ করে তুলেছিল, কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি, আমরা প্রান্তিক মানুষদের পাশে থেকে সংকটকালীন সময়ে সাধ্যমত সহায়তা অব্যাহত রেখেছি।

গত ৬ জুলাই ২০২৪ তাং আয়োজন করা হয়েছিল সেবা'র যুগান্তকারী ব্যবস্থাপক সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে যে ব্যবস্থাপকগণ বিশেষ অবদান রাখতে পেরেছিলেন তাদেরকে সম্মাননা এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ব্যবস্থাপক সম্মেলনের ইম্প্যাক্ট ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এভাবে প্রতিবছরই সম্মেলন আয়োজিত হবে বলে ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল। তাই এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় ২০২৫ এর ব্যবস্থাপক সম্মেলনের আয়োজন চলছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে 'উন্নয়নের অঙ্গীকার, দায় তার-দায়িত্ব যার' স্লোগানকে সামনে রেখে "সমিতি ও কর্মী উন্নয়ন" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আশাব্যঞ্জক ফলাফল এসেছে। ব্যবস্থাপক সম্মেলনের ফলপ্রসূতার কারণে এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নতুন আঙ্গিকে সেবা'র ৭টি যোনের ৭টি বৈচিত্রময় ভেনুতে, একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেবার সিএম (কমিউনিটি ম্যানেজার/কর্মী) সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনেও সেবা'র কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সিএমদের পারফরম্যান্স এবং বিশেষ অবদানের ওপর সম্মাননা এবং অর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দেশের প্রান্তিক মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেবা সংস্থা বেশ কয়েকটি ঋণ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। সেবা'র দুর্দান্ত কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ক্রমাগতভাবে এসব কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। বর্তমানে সংস্থার শাখা অফিসের সংখ্যা ১৭৫টি, এরিয়া অফিস ৩৬টি, যোন অফিস ০৭টি, জেলার সংখ্যা ১৭টি, উপজেলার সংখ্যা ১০৩টি, ইউনিয়ন ১০৫৭টি, গ্রাম ৬৬০৬টি, সমিতি সংখ্যা ১২২৯৭টি, সদস্য সংখ্যা ২৮০৪৭২ জন (পুরুষ: ১৫৯২৫ ও মহিলা: ২৬৪৫৪৭) এবং ২০৬৩২১ জন ঋণী সদস্যর মধ্যে ১০০২,৪২,৬৯,২৪৬ টাকা ঋণস্থিতি নিয়ে সেবা কাজ করে চলেছে।

কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এবছরে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ করছি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর চেয়ে ক্রমাগতভাবে আমরা আরও বেশি গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছি। দেশের সবচাইতে বেশি কর্মসংস্থানের খাত কৃষি, এজন্য আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কৃষক সমাজ ও তাদের নতুন নতুন কৃষি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে যাচ্ছি। এছাড়া কৃষির সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের উদ্যোক্তা ঋণসেবা প্রদান করে আসছি।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আমরা নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকি। সংস্থার শুরু, তথা ১৯৯৭ সাল থেকে গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে জনবান্ধব সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার এবং মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসাপত্র দেওয়ার পর বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, হেলথ্ এজড মেডিকেল কেয়ার (নিউইয়র্ক, আমেরিকা) এর সহায়তায় গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত এমন নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসের আঙ্গিনায় প্রচুর ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় সেবা কর্তৃক প্রতিবছর একাধিক বার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাসহ কর্ম এলাকার সংগঠিত সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। রাস্তার পাশে বনায়ন, বৃক্ষ রোপণের পর পরিচর্যা, নার্সারী তৈরীতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বৃক্ষনিধন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে আমরা সদা নিয়োজিত। আবাসন কর্মসূচিতে আমরা যথাসাধ্য ভুমিকা পালন করে আসছি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিলের আওতায় ২০১১ সাল হতে দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত স্বল্প আয়ের জনসাধারণের আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেবা'র কর্ম এলাকার আশ্রয়হীন, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের সদস্য যাঁদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত ঘর নেই, তাঁদেরকে গৃহঋণের আওতায় এনে, মজবুত ঘর নির্মাণে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি, উক্ত কর্মসূচিতে আমরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছি। এই কর্মসূচির আওতায় দুঃস্থ্য মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সঞ্চয় করে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে খুবই সহজ শর্তে উজ্জীবন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আয়বর্ধনমূলক কাজে যেমনঃ মৎস, পশু সম্পদ, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি যন্ত্রপাতি, তাঁত শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরীতে ব্যাপকভাবে ঋণ বিতরণ করে তাঁদের স্বাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তা করা হচ্ছে। দুঃস্থ্য মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা, সর্বোপরি তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা সেবা'র সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্ন্তভূক্ত।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের মডেল হিসেবে সারাদেশে ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি-২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে, উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এ দারিদ্র নিরসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেবা সংস্থা জামালপুর জেলাধীন মেলান্দহ উপজেলায় দেউলাবাড়ী গ্রামে "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে আসছে। এই প্রকল্পের আওতায় উক্ত গ্রামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, প্লাটফর্ম পাকাসহ টিউবওয়েল, রঙ্গিন টিনের পাকা ঘর, আয়বর্ধনমূলক কাজে ছাগল, গাভী, সেলাই মেশিন ও ভ্যান গাড়ি বিতরণ করা হয়েছে, এতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ সরাসরি আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবছর অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যাদের ভ্যান রিক্সা চালানোর সক্ষমতা আছে তাদের মঝে বিনামূল্যে ভ্যান রিক্সা বিতরণ করা হয়েছে। সেবা কর্তৃক শীতকালে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়ে থাকে। সেবা কর্তৃক "উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় অস্বচ্ছল, অসহায়, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৫,০০০/- টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যা তাদের শিক্ষাকাল পর্যন্ত চলমান থাকে।

এসব কর্মকান্ড পরিচালনায় আমাদের উন্নয়ন সহযোগি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আমি সংস্থার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে এমআরএ, বিএনএফ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিভিন্ন ব্যাংক, লিজিং কোম্পানী এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা অত্র প্রতিষ্ঠানকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও অর্থ সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সর্বোপরি আমরা আরেকটি সফল বছর অতিক্রম করতে পেরেছি, সেবা'র সহযোগী সংস্থা, দাতা সংস্থা, উপদেষ্টা, সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতায়, এজন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করে আমরা শুধু টিকেই থাকিনি, ঘুড়েও দাঁড়িয়েছি! এর কৃতিত্বের দাবিদার সেবার প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট টিম ও নির্ভিক কর্মীবাহিনী এবং সেবা'র সদস্যগণ। যাদের অবদান সেবা'র ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। সেবা'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে সকল স্তরের কর্মীদের জানাই অকৃত্রিম ভালবাসা, যাদের কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবল প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় গতি সঞ্চার করছে, মহান সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তাদের অবদানের প্রতিদান দেবেন।

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

পরিচালনা পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদ

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

সাধারণ পর্ষদ

তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মোঃ কামাল হোসেন
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

হাছিনা আক্তার
কোষাধ্যক্ষ

রেহেনা আক্তার
সদস্য

ছবি রানী দাস
সদস্য

মীর নুরুল আমীন
সদস্য

কাজী বাহালুল হক
সদস্য

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য

ফরিদা খান
সদস্য

কাজী হাবীবুর রহমান
সদস্য

খঃ আতিকুজ্জামান টুটুল
সদস্য

ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল হক
সদস্য

এস.এম. জগলুর হায়দার সোহেল
সদস্য

প্রদীপ সরকার
সদস্য

আজগর আহম্মেদ খান সেলিম
সদস্য

মৌসুমী রহমান
সদস্য

খঃ নূর মোহাম্মদ সোলায়মান শাওন
সদস্য

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
সদস্য

মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক মিঞা
সদস্য

ড. মোঃ আহসান হাবীব
সদস্য

মোঃ এবরার হায়াত খান ইউসুফজাই
সদস্য

শামসুর রহমান সাম্য
সদস্য

মোঃ লুৎফর রহমান
সদস্য

প্রবীর কুমার দত্ত
সদস্য

কার্যনির্বাহী পর্ষদ (২০২৫-২০২৮)

তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মোঃ কামাল হোসেন
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

হাছিনা আক্তার
কোষাধ্যক্ষ

রেহেনা আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য

ছবি রানী দাস
কার্যনির্বাহী সদস্য

মীর নুরুল আমীন
কার্যনির্বাহী সদস্য

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক
পরিচালক প্রশাসন

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
পরিচালক কার্যক্রম

মোঃ মনিরুল হক
পরিচালক অর্থ

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট

তাপস সরকার
উপ-পরিচালক (হিসাব)

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ
উপ-পরিচালক-এইচআর এন্ড প্রোগ্রাম

সমন্বয়কারী-ডিভিশনাল ম্যানেজার ও বিভাগীয় প্রধানগণ

মোঃ নবীন হাসান
সমন্বয়কারী

মোঃ রজব আলী
সমন্বয়কারী

আব্দুল হামিদ ফকির
অডিট চীফ

মোঃ মোকাম্মেল হক খান
পাবলিকেশন চীফ

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
আইটি চীফ

Organogram of SEBA-2025

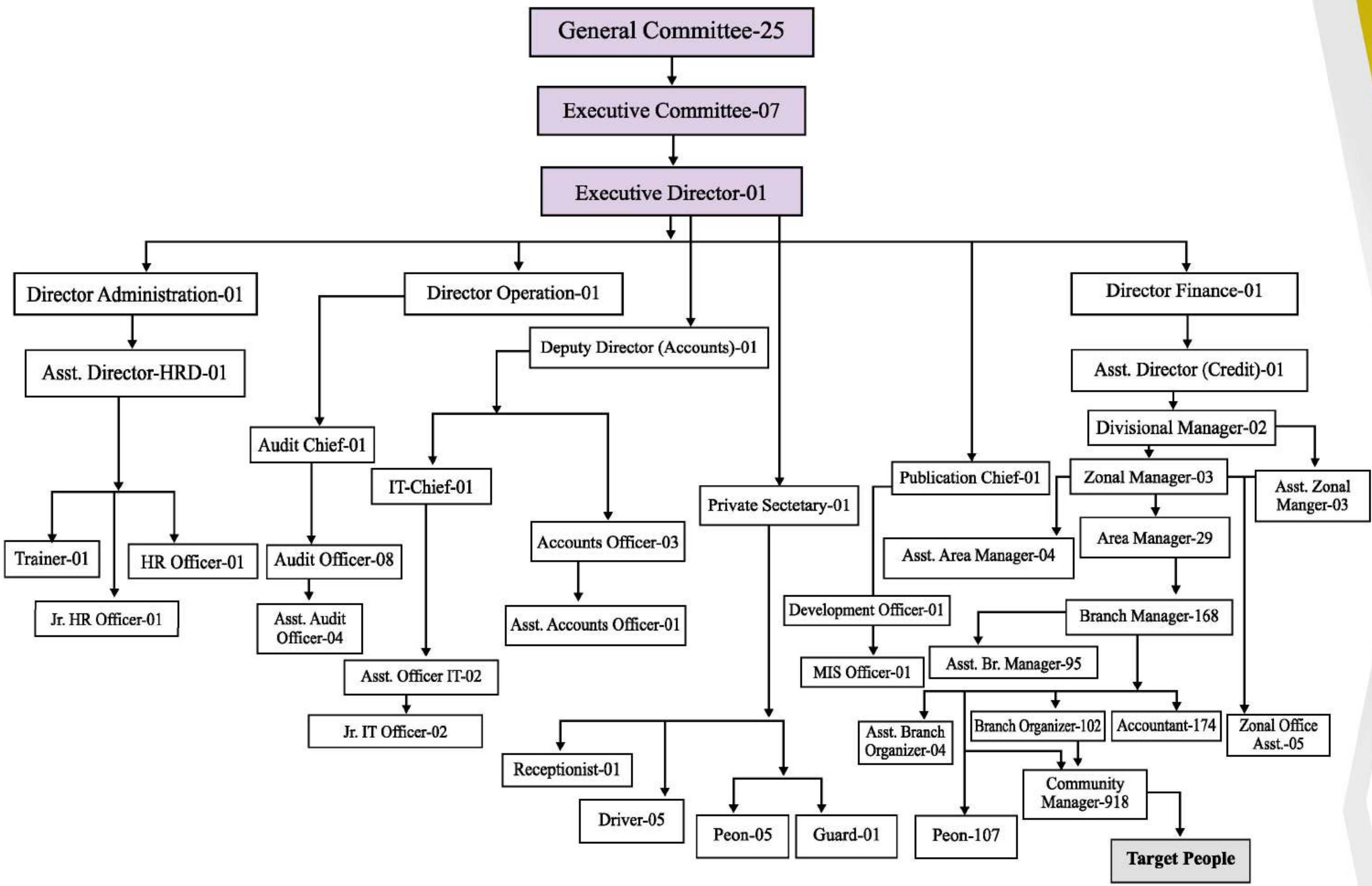

সংস্থার পরিচিতি
(Profile of SEBA)

ভূমিকা ঃ সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের টেকসই উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়নের ব্রত নিয়ে দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেবা সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ সহায়তাকারী জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। সেবা তার উন্নয়নমূলক কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের প্রথম সারির মাইক্রোক্রেডিট অর্গানাইজেশন হিসেবে সকল মহলে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । আর এ জন্য অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে সেবা'র সুদক্ষ কর্মী বাহিনী, অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী, সেবা'র মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি, আইজিএ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ও তৃণমূল পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন তথা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'সেবা' তার সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভিশন
দারিদ্র মুক্ত সুখি ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন
সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় পিছিয়েপড়া মানুষের মাঝে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ঢাকায় আগারগাঁওয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন।

উদ্দেশ্য

- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কর্মী ও সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান।
- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পূঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- তাঁত শিল্প তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পিছিয়েপড়া মানুষকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, রাসায়নিক সার বর্জন ও জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিক্ষার হার বাড়াতে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের পূণরায় বিদ্যালয়গামীকরণ।
- সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- আবাসন সমস্যার সমাধান কল্পে গৃহহীন জনগোষ্ঠিকে গৃহ ঋণ প্রদান করা।
- দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

কর্মকৌশল

দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা। আন্ত:বিভাগীয় সভায় সংস্থার টপম্যানেজমেন্ট প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের কর্মকৌশল নির্ধারণ করে থাকে। তন্মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্রদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী, দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান, কৃষি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে তারা উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

কর্মপদ্ধতি

সেবা সংস্থার বৃহত্তম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে একত্রিত করে সমিতি গঠন, সমিতির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সচেতন করা, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা, সমসাময়িক বৈশ্বিক বিষয়ে জ্ঞানদান ও গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সফল করা।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগী

কর্মকান্ড পরিবৃত এলাকার বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের সুবিধাবঞ্চিত, নিজ নিজ উন্নয়নে আকৃষ্ট ও সু-সংঘবদ্ধ ব্যক্তিগণই সেবার অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সেবা পরিবারে তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে ২৮০৪৭২টি পরিবার অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

মূল্যবোধ

- ❑ সেবা'র উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন।
- ❑ সদস্য, সমিতি ও কর্মীর স্থায়িত্ব।
- ❑ আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, পরিশ্রম, পরিশুদ্ধতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা, অহিংসা, শৃজনশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমের মর্যাদা, সততা, শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা ও সময়নিষ্ঠা।
- ❑ সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- ❑ টেকসই উন্নয়ন।
- ❑ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা।
- ❑ নৈতিক শিক্ষা।

সেবা'র অন্যতম ৭টি সংস্কৃতি

(১) শিখণ (Learning)
(২) শৃঙ্খলা (Discipline)
(৩) সময়ানুবর্তিতা (Time Framed)
(৪) যোগাযোগ (Communication)
(৫) তৃণমূলে সমিতি ভিত্তিক গুরুত্ব (Somity Wise Importency)
(৬) টেকসহিতা (Sustainability)
(৭) পুরস্কার (Reward)

নৈতিকতা ও মূলনীতি

- উন্নয়নে বাস্তবসম্মত ও জনকেন্দ্রিক পদ্ধতি;
- কর্ম বাস্তবায়নে সততা, অন্তর্ভূক্তি ও সৃজনশীলতা;
- কর্মকান্ডে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা;
- কর্মপরিবেশে সুস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও কর্মী ও সদস্য বান্ধব পরিবেশ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব-কর্তব্যে গণতন্ত্র, জবাবদিহীতা, স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও বিচক্ষণতা।

আচরণ বিধি

- মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা;
- সর্বধর্ম, সংস্কৃতি ও লিঙ্গের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন;
- সংস্থার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা;
- কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, দলবদ্ধভাবে কর্মসম্পাদন, সহযোগিতার মানসিকতা ও সমান-সুযোগ;
- ইতিবাচক নেতৃত্ব ও মনোভাব এবং সময়ানুবর্তিতা;
- সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা

পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী ঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানের জনসম্পদ পরিচালনা, দুর্নীতিমুক্ত এবং আইনের শাসনের প্রতি যথাযথ সম্মানের সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করা। সেবা সংস্থার সকল প্রকার কার্যক্রম যৌথভাবে সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কার্য পরিচালনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করে থাকেন।

নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সদস্য সচিব পদাধিকার বলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সভাপতির পরামর্শ নিয়ে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী সভা আহ্বান করে থাকেন, সভা আহ্বানের সময়, সভার দিন, তারিখ ও আলোচ্য বিষয় নোটিশ জারীর মাধ্যমে সভা আহ্বান করে থাকেন। সভার কার্যবিবরণী রেজুলেশন বহিতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও বিভিন্ন প্রকার দলিল দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষন করেন। সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় বিগত দিনের কর্মকান্ড ও হিসাবের প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক, সরকারি, বে-সরকারি, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার সাথে আর্থিক লেনদেন, চুক্তি সম্পাদন ও ঋণ গ্রহণের জন্য দায়িত্ব পালন করেন, পাশাপাশি আর্থিক ও বিভিন্ন ধরণের সাহায্য/অনুদান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সর্বোপরি তিনি সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনা/বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের টপ ম্যানেজমেন্টকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

টপ ম্যানেজমেন্ট ঃ

টপ ম্যানেজমেন্ট সভায় সংস্থার বিদ্যমান সমস্যা, পরিচালনাগত ত্রুটি, বিভিন্ন প্রক্রিয়া, নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় কৌশলগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টপ ম্যানেজমেন্ট বা নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। টপ ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হন, প্রয়োজন সাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালক তাঁদেরকে জরুরী সভায় তলব করেন।

কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

প্রতিমাসে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ করে থাকেন। কমিটি কর্তৃক গৃহীত কর্মকৌশল মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করে। প্রধান কার্যালয়ের টপ ম্যানেজমেন্ট লেভেলের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

নিয়োগ বোর্ড ঃ

পরিচালক (প্রশাসন) নিয়োগ বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অন্যান্য পরিচালক, এইচআরডি, পিআইডি, অডিট বিভাগ, একাউন্টস্ বিভাগ, ফাইন্যান্স বিভাগ ও আইটি বিভাগ-এর মনোনীত কর্মকর্তাগণ নিয়োগ বোর্ডের সদস্য। নির্বাহী পরিচালককে আহবায়ক করে পরিচালক প্রশাসনের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নিয়োগ কমিটি গঠিত আছে। প্রতিটি পদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেবা'র নিয়োগ কমিটি কর্তৃক যাচাই/বাছাইয়ের পর প্রার্থীগণ নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হন।

নিরীক্ষা কমিটি ঃ

সেবা'র নিরীক্ষা বা অডিট কমিটি সংস্থার আর্থিক প্রক্রিয়ার তদারকি, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে অডিট ফলাফল নির্ণয়কারী। নিরীক্ষা কমিটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম শাখা ও মাঠ পর্যায়ে ত্রুটিমূক্ত রাখার জন্য সব সময় নিয়োজিত থাকেন। নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অডিট ফাংশন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা করে। সেবা'র নিরীক্ষা কমিটি নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সমন্বয়ে গঠিত। পরিচালক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণে একজন অডিট চীফ ১৪ জন অডিট অফিসার নিয়ে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঃ

উৎকর্ষের জন্য কর্মশক্তিকে একত্রিত করার মাধ্যমে উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা, মানব সম্পদ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতিমালা অনুযায়ী স্টাফদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, এসএসএফ, স্টাফ কল্যাণ তহবিল, স্টাফ ঋণ, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ঋণসহ স্টাফদের সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করা এবং নিয়োগ বদলী ছাটাই এই কমিটির অন্যতম কাজ। সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে স্টাফ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

ক্রয়-বিক্রয় কমিটি ঃ

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সঠিক নিয়মগুলি নিশ্চিত করার জন্য ক্রয়-বিক্রয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হন এবং প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ, যাচাই এবং ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের মালামাল, প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি, মুদ্রণ ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় কমিটি গঠিত আছে। উক্ত কমিটি অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালার আলোকে যথাযথভাবে কোটেশন সংগ্রহ করে সকল প্রকার পণ্য, স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পদ ও দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন।

MRA বিধিমালা পরিপালন কমিটি ঃ

এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুরেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর বিধিমালা-২০১০ এবং আইন-২০০৬ পরিপালনে দেশের এনজিওগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও এমআরএ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার রেগুলেশন/বিধিমালা/নির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিপালন করতে হয়। এসকল বিষয় বিবেচনায় সেবা সংস্থা কর্তৃক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট এমআরএ বিধিমালা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি মাঠ পর্যায়ের এমআরএ বিধি-বিধায় সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই-যাচাই করে থাকেন এবং কোন ব্যত্যয় ঘটলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ ঃ

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সেবা সংস্থার ৭টি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- এইচআরডি, প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট, অডিট, একাউন্টস্, ফাইন্যান্স, আইটি এন্ড পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যক্রম রয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে একজন করে প্রধান ব্যক্তি তাঁদের স্ব-স্ব বিভাগীয় নিয়ম-নীতির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

আইনগত বৈধতা

সেবা সংস্থার নিম্নলিখিত আইনগত বৈধতা রয়েছে;

সমাজসেবা অধিদপ্তর:
রেজিষ্ট্রেশন নং- ট-১০৩৩, তারিখ: ১৬-০৬-১৯৯৮

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো:
রেজিষ্ট্রেশন নং-১৯৩১, তারিখ: ১১-০৫-২০০৪

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ):
সনদ নং-০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭, তারিখ: ১৫-০৬-২০০৮

নেটওয়ার্কিং সংস্থা

১. ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)
২. ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
৩. ন্যাশনাল ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
৪. The Associated Country Women of the World (ACWW)
৫. Europe Aid PADOR: ID BD-2013-EQU-0206061370

সহযোগি সংস্থাসমূহ (তহবিলের উৎস)

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)
- হেলথ্ এডজ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক-আমেরিকা
- বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)
- সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি
- এনসিসি ব্যাংক পিএলসি
- স্টান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি
- মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি
- কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
- দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
- ঢাকা ব্যাংক পিএলসি
- পূবালী ব্যাংক পিএলসি
- অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
- সাউথবাংলা এগ্রি: এ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি
- এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
- ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি
- মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
- লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
- আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি
- আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি

সেবার বর্তমান কর্ম এলাকা

প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান ও সদস্যের ব্যাপ্তি ঃ

৩০ জুন ২০২৫ শেষে সেবা সংস্থা ১৭৫টি শাখায় উন্নিত হয়েছে, ১৭টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় ১০৫৭টি ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা ৬৬০৬টি। বর্তমানে ২৮০৪৭২ জন সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্তি হয়েছে এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ১৫৯২৫ জন এবং মহিলা সদস্যঃ ২৬৪৫৪৭ জন, ঋণী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৬৩২১ জন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছেঃ ১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/- টাকা। বছর শেষে ঋণস্থিতি ১০০২,৪২,৬৯,২৪৬/- টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছেঃ ৪১২,৩৭,৪২,৫৯৫/- টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর শেষে উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছেঃ ১৩৭,২২,৬০,০৪৮/- টাকা, কর্মকর্তা-কর্মী সংখ্যা ১৬৭২ জন। OTR ৯৮.৫৫%, CRR: ৯৯.২১% এবং PAR: ৬.৯০%।

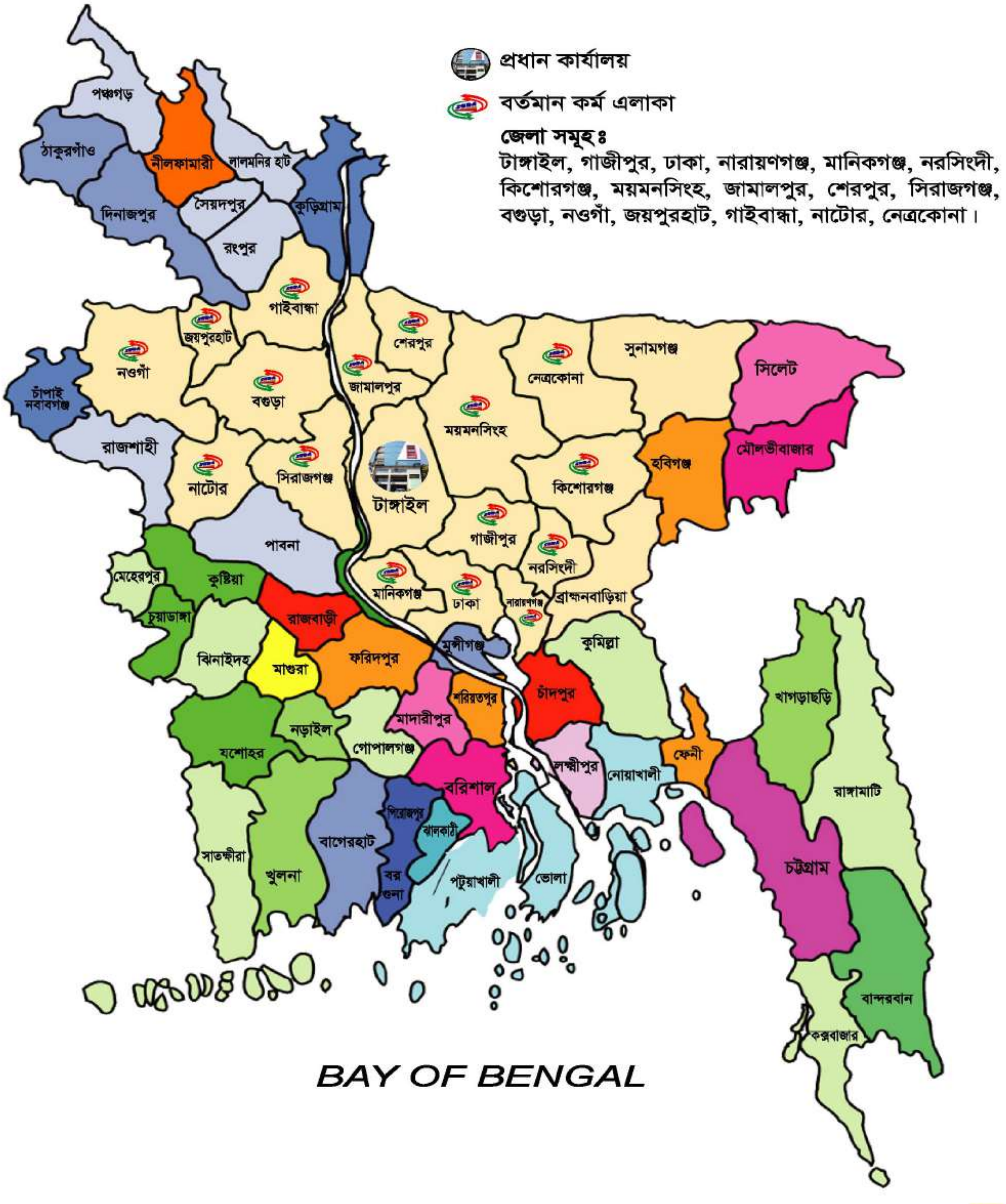

এক নজরে কর্মএলাকার তথ্য (৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম/মহল্লা	শাখা অফিস	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা
১.	টাঙ্গাইল	১২	২৬৩	১৬৪৮	৪৪	৭১৪৭৮	৪৯৭২৯
২.	ময়মনসিংহ	১১	১৫৬	৯৬২	২৬	৪৩৬৯৮	৩৩২৩৪
৩.	জামালপুর	০৯	১১৪	৭০৩	১৯	২৯৫৬৩	২১৩০৭
৪.	শেরপুর	০৬	৪৮	২৯৬	০৮	১৩৬২৩	১০৫৫৯
৫.	কিশোরগঞ্জ	০৫	৩৬	২৩২	০৬	৮৪৫৪	৬২৮৮
৬.	গাজীপুর	১১	১০৮	৬৬৬	১৮	২৫৬৬৬	১৮৭৯২
৭.	মানিকগঞ্জ	০৯	৪৮	২৯৬	০৮	১৩২৮০	৯৩৪৪
৮.	ঢাকা	০৮	৯৬	৫৯২	১৬	২২৩৫২	১৬৩৬১
৯.	নারায়ণগঞ্জ	০৩	০৯	৬২	০১	১২৩১	৭৫০
১০.	সিরাজগঞ্জ	০৬	৩০	১৮৫	০৫	১০২৫৮	৭৪১৬
১১.	বগুড়া	১৩	১০২	৬২৯	১৭	৩০৬৮৫	২৪৭৪৩
১২.	গাইবান্ধা	০১	০৯	৫৯	০১	১৪৯৩	১২৪৫
১৩.	নাটোর	০২	০৫	৪২	০১	৮৫০	৬৫০
১৪.	নওগাঁ	০২	০৮	৫৩	০১	১২২১	৯৫০
১৫.	নরসিংদী	০১	০৮	৪৬	০১	১৮০২	১৩১১
১৬.	জয়পুরহাট	০১	০৫	৬১	০১	১৫৬১	১০৮৬
১৭.	নেত্রকোনা	০৩	১২	৭৪	০২	৩২৫৭	২৫৫৬
	মোট:	১০৩	১০৫৭	৬৬০৬	১৭৫	২৮০৪৭২	২০৬৩২১

এক নজরে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত তথ্য ঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
জেলা (সংখ্যা)	১৭	১৭
উপজেলা (সংখ্যা)	১০৩	১০৩
ইউনিয়ন/পৌরসভা (সংখ্যা)	১০২৩	১০৫৭
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড (সংখ্যা)	৬০৯৯	৬৬০৬
শাখা (সংখ্যা)	১৫৫	১৭৫
এরিয়া (সংখ্যা)	৩১	৩৬
যোন (সংখ্যা)	০৬	০৭
স্টাফ (সংখ্যা)	১৫৮২	১৬৭২
সমিতি (সংখ্যা)	১১০০৪	১২২৯৭
সদস্য (সংখ্যা)	২৩৮৬০২	২৮০৪৭২
ঋণী সংখ্যা	১৮৭৬৪৬	২০৬৩২১
সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	২৯৩,৪৮,১৪,১৯৭.০০	৪১২,৩৭,৪২,৫৯৫/-
ঋণস্থিতি (আসল)	৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭.০০	৮৮৫,৮২,২১,৫২৭/-
ঋণস্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬.০০	১০০২,৪২,৬৯,২৪৬/-
উদ্বৃত্ত তহবিল	১১৯,২০,৬৩,৬৬৪.০০	১৩৭,২২,৬০,০৪৮/-

অনুপাত বিশ্লেষণ ঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
Portfolio at Risk (PAR)	৭.৫৭%	৬.৯০%
ঋণ আদায় হার (OTR)	৯৮.৭৮%	৯৮.৫৫%
ঋণ আদায় হার ক্রমাগত (CRR)	৯৯.১৩%	৯৯.২১%
সদস্যর বিপরীতে ঋণীর হার	৭৮.৬৪%	৭৩.৫৬%
সঞ্চয়-ঋণস্থিতি অনুপাত (%)	৩৯.৯৮%	৪৬.৫৫%
সঞ্চয় আদায় হার (%)	৭৭.০৮%	৭৭.১২%
শাখা-স্টাফ অনুপাত (%)	১০.২০%	১০.৪৭%
কর্মী ও ঋণীর অনুপাত	১:২২১	১:২২৫
সঞ্চয় ও ঋণস্থিতি অনুপাত	৩৯.৭৩%	৪৬.৫৫%
শাখা প্রতি ঋণীর অনুপাত	১:১২১০	১:১১৭৯
শাখা প্রতি সদস্য অনুপাত	১:৫৩৯৩	১:১৬০৩
শাখা প্রতি সঞ্চয় অনুপাত	১:৫২৮১৮	১:২৩৫৬৪২৪৩
সদস্য অনুপাতে ঋণস্থিতি	১:৩২৫১০	১:৩৫৭৪১
শাখা প্রতি ঋণস্থিতি	৪.৭৩ কোটি	৫.৭৩ কোটি
সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিপরীতে বেতনের হার	৩৫.৯১%	৩৫.৯২%

ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য (৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
১.	সঞ্চয় আদায়	৩০০,৮২,৯৬,৯৭৮/-	৩২৯,৬৯,৩৫,৪৬০/-
২.	সঞ্চয় ফেরত	২৫১,২৭,৫০,৫০৫/-	২২৩,০০,৭৬,৪৮৭/-
৩.	সঞ্চয় স্থিতি	২৯৩,৪৫,৯৩,৩০৩/-	৪১২,৩৭,৪২,৫৯৫/-
৪.	ঋণ বিতরণ (আসল)	১২৯৯,১৮,৬৭,০০০/-	১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/-
৫.	ঋণ আদায় (আসল)	১১৭৯,২৩,০৫,৭৩৫/-	১৪০৫,৭৪,৬৭,৭৮৭/-
৬.	ঋণ স্থিতি (আসল)	৭৩৩,৯৩,০৭,৭৪৮/-	৮৮৫,৮২,২১,৫২৭/-
৭.	ঋণস্থিতি (সা: চার্জসহ)	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬/-	১০০২,৪২,৬৯,২৪৬/-
৮.	নিজস্ব মূলধন (সারপ্লাস)	১১৯,২০,৬৩,৬৬৩/-	১৩৭,২২,৬০,০৪৮/-

চলমান কর্মসূচি

- মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসুচি
- মাইক্রো ফাইন্যান্স (ক্ষুদ্রঋণ) কর্মসূচি
- গৃহায়ন কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি
- ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচি
- গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ কর্মসুচি
- কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি
- পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি
- গণচেতনতামূলক কর্মসূচি
- সামাজিক উন্নয়ন ও
- বিবিধ কর্মসূচি।

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫

ব্যবস্থাপক সম্মেলনের উদ্দেশ্য শাখা ব্যবস্থাপকদের বাৎসরিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কার প্রদান। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য সবাইকে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এধরণের আয়োজনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫
সেবা'র
ব্যবস্থাপক

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫

ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের
কর্মসূচি ও বাজেট হস্তান্তর

সিএম সম্মেলন-২০২৫

অর্থবছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সংস্থার আয়োজনে সকল শাখা এরিয়া ও যোন অফিসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একযোগে ৬টি যোনের ভিন্ন ভিন্ন ভেন্যুতে সকল মাঠকর্মীদের অংশগ্রহণে 'সিএম সম্মেলন-২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মকান্ড পরিচালনার মূল শক্তি সিএমদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে আর্থিক পুরস্কার ও সনদ প্রদান এবং ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা এবং নানাবিদ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সেবা সংস্থার সকল যোনে একযোগে সিএম সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

গুনগত এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেবা সংস্থায় অত্যাধুনিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মপদ্ধতির প্রচলন করেছে। নিয়মতান্ত্রিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, সমতা বিধান, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, বৈচিত্রামযতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করা মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। এই বিভাগের মানবসম্পদ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন এবং কর্মীদের প্রত্যাশা পূরণে সহায়তা করা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সেবা'র কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ৩১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। এতে মোট প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০০৫ জন।

মানব সম্পদ বিভাগীয় প্রধান পরিচালক (প্রশাসন) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন

কর্মী প্রশিক্ষণ ঃ

সংস্থা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে স্টাফদের নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	মোট ব্যাচ	মোট প্রশিক্ষণার্থী
•	প্রি-সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন	সকল	০৮	১০৪২
•	ফাউন্ডেশন ট্রেনিং	নতুন স্টাফ (সকল পদ)	১০	৪৩৭
•	লিডারশীপ এন্ড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	জেডএম, এএম	০১	৪০
•	কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিফ্রেসার্স ট্রেনিং	চূড়ান্ত / শিক্ষানবীশ সিএম	০৭	২৯৪
•	লিডারশীপ এন্ড প্রবলেম সলভিং স্কিল	এবিএম, বিও, এসি	০২	৮২
•	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	বিএম, বিএম (ভারপ্রাপ্ত)	০২	৭০
•	আইটি একাউন্টস এন্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	বিএম এন্ড এসি	০১	৪০
	মোট ঃ		৩১	২০০৫

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে স্টাফদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা (Plan) ঃ

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	ডিউরেশন	মোট ব্যাচ	মোট প্রশিক্ষণার্থী
•	প্রি-সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন	মনোনীত সকল পদ	০১	০৮	১০০০
•	ফাউন্ডেশন ট্রেনিং	নতুন স্টাফ (সকল পদ)	০৫	১৪	৫৬০
•	কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিফ্রেসার্স ট্রেনিং	চূড়ান্ত নিয়োগপ্রাপ্ত সিএম	০২	০৭	২৮০
•	লিডারশীপ এন্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	এডভান্স সিএম	০২	০২	৮০
•	ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রবলেম সলভিং স্কিলস	বিও, এসি	০২	০১	৪০
•	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	ভারপ্রাপ্ত বিএম, এবিএম	০২	০৩	১২০
•	লিডারশীপ এন্ড প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	জেডএম, এএম	০২	০২	৮০
•	আইটি একাউন্টস এন্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	বিএম এন্ড এসি (নিউ)	০২	০৩	১২০
•	ম্যানেজারিয়াল স্কিলস ট্রেনিং	বিএম (নিউ)	০২	০২	৮০
	মোট			৪২	২৩৬০

ট্রেনিং সেন্টার ঃ আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ঠিকানা	আবাসিক/অনাবাসিক	ধারণ ক্ষমতা	এসি/নন-এসি	ট্রেনিং উপকরণ
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল	আবাসিক	৩০-১০০ জন	এসি	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, ক্লিপবোর্ড, পোষ্টার, ডাস্টার, ভিভিআইপি কার্ড, সাউন্ড সিস্টেম, নিজস্ব মডিউল, ল্যাপটপ, চেয়ার-টেবিল, মাল্টিমিডিয়া ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, এসি, টেলিভিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবা ভবন, সুপারি বাগান রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।	আবাসিক	৩০-৬০ জন		

উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঃ

কর্মএলাকার উপকারভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের উপর যেমন; মৎস্য চাষ, গবাদি পশু যেমন; ছাগল, ভেড়া, গরু, হাঁস, মুরগি পালন, রোগ প্রতিরোধ এবং বসত বাড়িতে সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাঁত শিল্প, দলগত উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ, কৃষি ও নার্সারী উন্নয়ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও সাপ্তাহিক সমিতিবারে যৌতুক, তালাক, বাল্য ও বহু বিবাহ রোধ, মা ও নবজাতক শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উপকারভোগীরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সহজে গ্রহণ করতে পারছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার কারণে, তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয় এবং তাদের কারিগরী সহায়তাসহ ঋণ প্রদান করা হয়। উপকারভোগীদের জীবনদক্ষতা ও আয়বর্ধনমূলক নানা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। সংস্থা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২২৪৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক সমিতিতে উপকারভোগী সদস্যদের হাতে কলমে বাঁশ-বেতের কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

মাইক্রোফাইন্যান্স (ক্ষুদ্রঋণ) কর্মসূচি

বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে যে উদ্যোগগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, মাইক্রোক্রেডিট তার অন্যতম। উপার্জন বরাবরই উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত। আর এই উৎপাদন ও উপার্জন প্রক্রিয়ার বিকাশে শুধু সরকার নয়, সরকারের অংশীদার হিসেবে এনজিও (এমএফআই) অর্থাৎ মাইক্রোক্রেডিট অর্গানাইজেশনগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে সেবা সংস্থাও পিছিয়ে নেই। এখাতে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র অধ্যুষিত বাংলাদেশে সংস্থার শুরু থেকেই প্রাথমিকভাবে দারিদ্র নিরসন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময় থেকে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক বৈচিত্র নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেবার মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচিতে এপর্যন্ত এ খাতে ৭৭২৯,২৫,৩০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে ১৭টি জেলায়, ১৭৫টি শাখার মাধ্যমে ২৮০৪৭২ জন সদ্যস্যের মধ্যে ২০৬৩২১ সংখ্যক ঋণ গ্রহিতার মধ্যে ১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাপক গবেষণায় দেখা গেছে, মাইক্রোক্রেডিটের অন্যতম উপকারিতা নিম্নরূপঃ

- যারা প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসতে পারেন না, সেইসব দরিদ্র মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়।
- অসুস্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাস করে। দরিদ্র লোকেরা ঋণ নিয়ে বা তাদের সঞ্চয় উঠিয়ে নিয়ে পুণরায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করতে পারেন।
- ঋণগ্রহীতার সম্পদ ব্যবহারকে সহজ করে। স্বল্পকালীন সংকট মোকাবেলার জন্য হয় তাদের সম্পদ বিক্রি করতে হত, নয়তো মহাজনদের নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হত।

সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

সমিতির সদস্যগণ সমিতিতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক সঞ্চয় জমা করে থাকেন। সদস্যগণের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর মুনাফা প্রদান করা হয়। সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে বড় অংকের পুঁজির মালিক হন। তাছাড়া সদস্যগণ আপদকালীন সময়ে তাদের জমাকৃত সঞ্চয় হতে সঞ্চয়ের টাকা উঠাতে পারেন। সংস্থার ৩০ জুন, ২০২৫ ভিত্তিক সমিতি, সদস্য ও সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

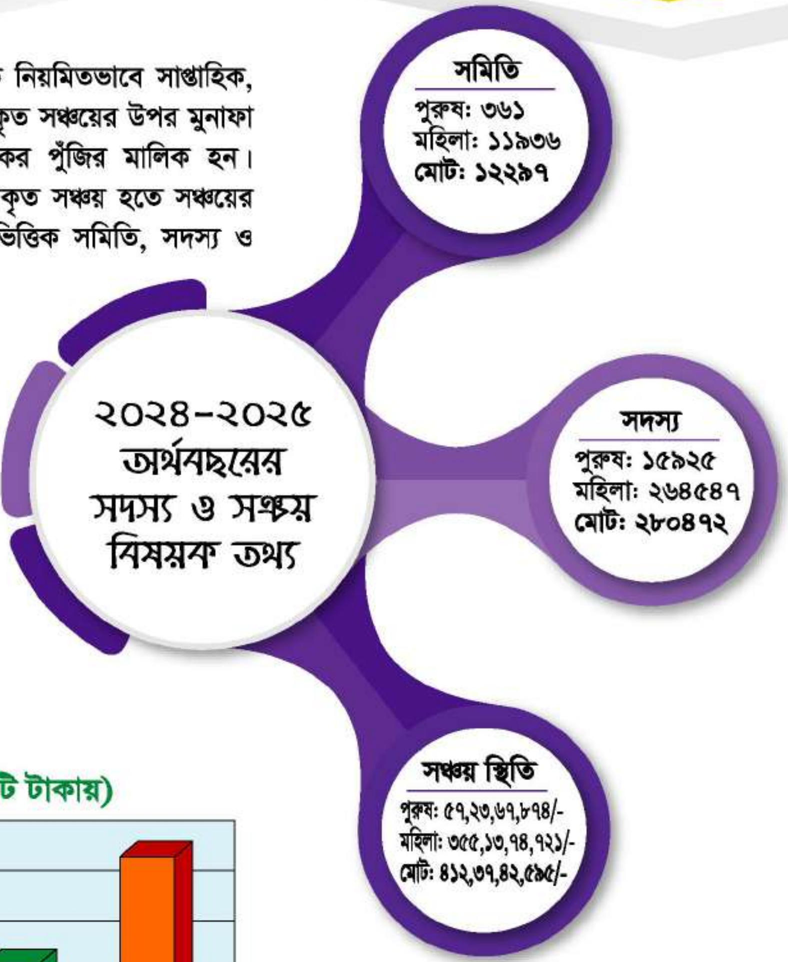

বিগত ৫ বছরের সঞ্চয় আদায়ের চিত্রঃ (কোটি টাকায়)

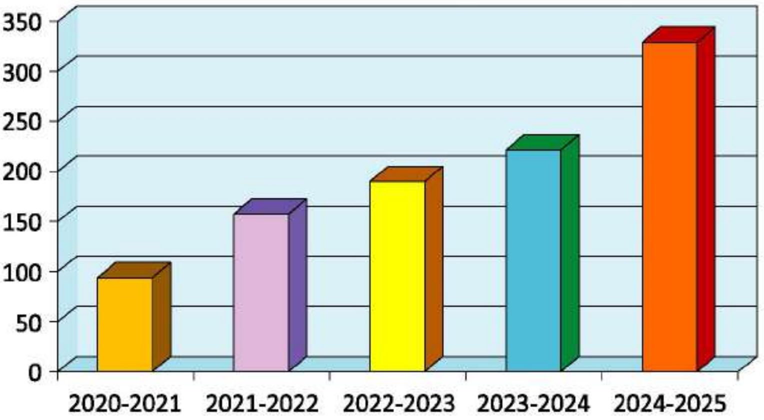

নোটঃ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ ও ২০২১ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায় কম হয়েছে।

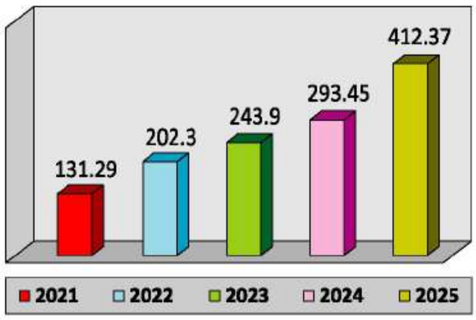

বিগত ৫ বছরের সদস্য সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বছর	প্রারম্ভিক সদস্য সংখ্যা	নতুন সদস্য ভর্তি	সদস্য বাতিল	সমাপনী সদস্য সংখ্যা
২০২০-২০২১	১৬৯৯৭১	১০০৬২২	৭৬৪৪৩	১৯৪১৫০
২০২১-২০২২	১৯৪১৫০	১৫৯১৯৭	৯৩৭৩৩	২৫৯৬১৪
২০২২-২০২৩	২৫৯৬১৪	১১০৭০৯	১০৩৬৩৬	২৬৬৬৮৭
২০২৩-২০২৪	২৬৬৬৮৭	৯৮০৯১	১২৬১৭৬	২৩৮৬০২
২০২৪-২০২৫	২৩৮৬০২	১২৩৪৬২	৮৪৭৭৭	২৮০৪৭২

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়, ফেরত ও স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সঞ্চয়ের ধরণ	প্রারম্ভিক স্থিতি (৩০ জুন, ২০২৪)	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সঞ্চয় আদায়	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সঞ্চয় ফেরত	৩০ জুন, ২০২৫ সমাপনী স্থিতি
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়	১৭১,৬৫,০০,৬৭৫/-	১৮৯,৯৪,৭৫,৩৯০/-	১২০,১০,৪০,৭৮৭/-	২৯৭,৪৩,৬৮,৭৭২/-
স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৩৯,৬১,০৬,৪৬৪/-	১০২,২৪,৬৬,০৮৮/-	৮৩,১৬,৫৬,৬১৮/-	৪৮,৪৮,২৭,০৪৩/-
নিরাপত্তা সঞ্চয়	৬০,৬৮,৫৪,৯৮০/-	৩৭,৪৯,৯৩,৯৮২/-	১৯,৭৩,৭৯,০৮২/-	৬৬,৪৫,৪৬,৭৮০/-
মেয়াদী সঞ্চয়	২১,৫১,৩২,১৮৫/-	--	--	
মোট ঃ	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪/-	৩২৯,৬৯,৩৫,৪৬০/-	২২৩,০০,৭৬,৪৮৭/-	৪১২,৩৭,৪২,৫৯৫/-

ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন তথা জাতীয় উন্নয়ন;
(খ) হতদরিদ্র মানুষ এবং নারীর ক্ষমতায়ন;
(গ) সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জল রাখা;
(ঘ) স্থায়ীত্বের ভীত মজবুত করা;
(ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
(চ) মহাজনের শোষণ থেকে মুক্ত করা;
(ছ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করা;
(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ করা;
(ঝ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা;
(ঞ) সদস্যদের আত্ম নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা;
(ট) অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তাকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
(ঠ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করন;
(ড) কৃষি ও অকৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(ঢ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তার বিকাশ;
(ণ) সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন তথা জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ।

সেবা সংস্থা বর্তমানে ১৭টি জেলার আওতাধীন ১০৩টি উপজেলায় অসহায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেবা সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে থাকে: (১). মাইক্রো ক্রেডিট (MC), (২). মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ (ME). সেবা সংস্থা তার কর্মএলাকায় বিভিন্ন আয়বর্ধন ও উৎপাদনশীল এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ১০টি নির্ধারিত খাত রয়েছে যেমন: (১) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (২) তাঁত শিল্প, (৩) কৃষি, (৪) গবাদীপশু পালন, (৫) হাঁস-মুরগি পালন, (৬) মৎস চাষ, (৭) গৃহায়ন (৮) রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, (৯) নলকূপ ও (১০) স্যানিটেশন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১০টি খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/- টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭৭২৯,২৫,৩০,০০০/- টাকা। বর্তমানে ঋণ কর্মসূচিতে সদস্য সংখ্যা ২৮০৪৭২ জন, ঋণী সংখ্যা ২০৬৩২১ জন। ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৫৫%।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

১. ক্ষুদ্র ব্যবসা (Small Business) ঃ

সেবা'র বাগবাড়ী শাখার সদস্য টুটুল মিয়া ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম। আর এই ব্যবসা বাণিজ্যের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসা। আকার আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও এই ধরণের ব্যবসা ব্যবসায়িক জগতে বেশীরভাগ স্থান দখল করে রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অল্প পূঁজি, ক্ষুদ্র আয়তন, স্থানীয় কাঁচামাল এবং অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে। এই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুলধনের পরিমাণ কম বিধায় উৎপাদন ও বন্টন প্রনালীও অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসা সেই প্রাচীন কাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধী পর্যন্ত সকল অর্থনীতিতে সুনামের সাথে টিকে আছে। সেবা সংস্থার ঋণ বিতরণের বড় অংশজুড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ। কর্মএলাকার সদস্যদের মাঝে উদ্যোক্তা তৈরীতে এখাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ খাতে ৫০৭১০ জন সদস্যর মাঝে ৪৪০,৮১,১৯,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২. তাঁত শিল্প (Weaving) ঃ

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প ও তাঁত শিল্পীরা আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের সংস্কৃতি। এই দিকগুলো বিবেচনা করে বলা যায় এই বাংলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। কিন্তু বিশ্বায়ন ও ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক আগ্রাসনে তিলেতিলে তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাচীন হস্তনির্ভর দেশীয় তার্তশিল্প। আধুনিক বস্ত্র কারখানা গুলোতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত ব্যবহার করা হয়। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আধুনিক বস্ত্র কারখানাগুলোতে কাপড় তৈরীতে সময় ও শ্রম কম লাগে, ডিজাইন ও মানে ভালো, দামেও সাশ্রয়ী, তাই বস্ত্রের বাজারে রয়েছে তাদের আধিপত্য। আমদানিকৃত রকমারী কাপড়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কারণেও দেশীয় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের চাহিদায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। এই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসায়ী পরিকল্পনা ও সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা। সেবা সংস্থা দেশীয় তাঁত বস্ত্রের মানউন্নয়ন, পেশাগত শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক রুচিবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কাজ করছে। সেই সাথে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এখাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে তাঁত শিল্পে ৯৫৭৮ জন সদস্যকে ৮৪,৫৫,০৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ী বুনছেন সংস্থার একজন নারী কারিগর

৩. কৃষি (Agriculture) ঃ

কৃষি অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ প্রদানে কৃষিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর প্রায় সকল উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। এছাড়া অন্যান্য পণ্য ও সেবা ক্রয়ের অর্থও কৃষি যোগান দেয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য খাতের চাহিদাগুলো পূরণে আমাদের জীবনে কৃষি তাই ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সেবা সংস্থা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৭৫৪৪৭ জন সদস্যকে কৃষি কাজের সহায়তায় ৫৩০,৮৯,৮৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা লাউহাটি শাখার সদস্য নাজমা বেগমের স্বামী বিক্রির জন্য নিজস্ব বাগানের লাউ সংগ্রহ করছেন

৪. গবাদি পশু পালন (Cattle Rearing) ঃ

আমাদের দেশে আমিষ জাতীয় খাদ্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। মাথাপিছু প্রতিদিন যে পরিমাণ আমিষের প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে এর ঘাটতি অনেক। ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর উভয় পরিসরে গবাদীপশু পালন এবং বিপণনের মাধ্যমে আমিষের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। এলক্ষ্যে সেবা সংস্থা কর্মএলাকার সদস্যদের মাঝে গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, দুগ্ধ খামার তৈরী ইত্যাদি খাতে প্রশিক্ষণ সহ ঋণ প্রদান করে আসছে। উক্ত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমাদের আমিষের যোগান বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে, তেমনি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকার যুবক, ভূমিহীন চাষি, প্রান্তিক চাষি গবাদীপশু পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবাদীপশু পালন খাতে ১১৩৪৯ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৯৫,৪০,২২,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

সখিপুর শাখার ঋণী সদস্য হাসনা বেগম ঋণ নিয়ে গবাদীপশুর খামার করেছেন

৫. হাঁস-মুরগি পালন (Poultry Farming) ঃ

দেশের আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ করে শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশে এবং সুষ্ঠু শারীরিক গঠনে আমিষ অত্যাবশ্যক। হাঁস-মুরগী ও ডিম থেকে পর্যাপ্ত আমিষ পাওয়া যায়, বাংলাদেশের আবহাওয়া হাঁস-মুরগী পালনে অত্যন্ত উপযোগী। অল্প পরিশ্রমে অনায়াসে পারিবারিকভাবে হাঁস-মুরগী পালন এখানে আদিকাল থেকেই চলে আসছে। একটু যত্ন সহকারে ছোট ছোট হাঁস-মুরগীর খামার ব্যাপকভাবে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের নিজস্ব মাংস ও ডিমের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব। এর ফলে বেকার সমস্যারও সমাধান সম্ভব। আমাদের দেশে মহিলারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাসগৃহে হাঁস-মুরগী পালন করে থাকে। সেবা সংস্থা কর্তৃক গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে হাঁস-মুরগী পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২৮৮১ জন সদস্যকে হাঁস-মুরগি পালনে ১০৩,৫৭,৪১,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

হাঁসের খামার করে স্বাবলম্বী নওগা শাখা সদস্য শরিফা আক্তার

৬. মৎস্য চাষ (Fish Cultivation) ঃ

সেবা আদমদিঘী শাখার সদস্য রেশমা বানুর পুকুরে জাল টান দিয়ে মাছের অবস্থা দেখছেন তার স্বামী

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী মৎস্য চাষ, মৎস্য আহরণ, বিক্রি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের সাথে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এসব কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রায় ১৫ লক্ষ নারী মৎস্য খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দিনে দিনে এ সেক্টরের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) তথ্যানুযায়ী মৎস্য খাতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ। কাজেই, এখাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য পুকুর ডোবা ছড়িয়ে আছে। এসব পুকুরের সিংহভাগ মাছ চাষের আওতায় আনা হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও পতিত। এ সমস্ত পুকুরে মাছ চাষ করে বিত্তহীন লোক এবং বেকার যুবকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব বলে সেবা সংস্থা মনে করে। এ লক্ষ্যে সেবা সংস্থা দেশের মৎস্য সেক্টরে বেকার পুরুষ ও নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ করে এবং মৎস্য খাতে উদ্যোক্ত তৈরীর লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মৎস চাষে ১২৩০৪ জনকে ৯৬,৪৫,০৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

৭. গৃহঋণ বিতরণ (Housing Loan Disbursement)

কর্মএলাকার দরিদ্র গৃহহীন সদস্যরাই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। তবে প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও স্বামী পরিত্যক্তাদের অসহায়ত্বের বিষয়টি বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সকল সদস্যদের সন্তানাদী বড় হয়েছে, একটিমাত্র ঘরে স্ত্রী-সন্তান সকলে মিলে বসবাস করছে, পরিবেশ সম্মত ঘরের কারণে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিতে সমস্যা হয় এসকল সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও যারা বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকে, এসব বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি গৃহ তুলনামূলক উঁচু স্থানে নির্মিত করা হয়। যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন বা অতিবৃষ্টির কারণে গৃহের ক্ষতি না হয় বা জনগণের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে স্থান নির্বাচন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৭৯২ জন সদস্যকে ৬১,৭২,০৭,০০০/- টাকা গৃহঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা সংস্থার ঘারিন্দা শাখার সদস্য অর্চণা রানী ঋণ নিয়ে ঘর নির্মাণ করেছেন ছবিতে অর্চণা রানী ও তার স্বামী সঞ্জয়।

৮. রিকসা/ভ্যান ক্রয়ে ঋণ সহায়তা (Rickshaw/Van)ঃ

দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি রিকশা/ভ্যান হতে পারে জীবনের প্রথম ধাপ। সেবা সংস্থা কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যারা রিকসা/ভ্যান চালাতে সক্ষম কিন্তু অর্থের অভাবে রিকসা/ভ্যান ক্রয় করতে পারে না, তাদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিকসা/ভ্যান প্রকল্পে ঋণ বিতরণ করা হয়। রিকসা/ভ্যান খাতে ঋণগ্রহীতারা তাদের রিকশা ভ্যান দিয়ে পরিবহন খাতে পরিষেবা প্রদান করে পণ্য বা যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহার করে থাকেন, এতে তাদের একদিকে দৈনন্দিন আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, ফলে তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি ঘটছে। সেবা সংস্থা ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৯৫০০ জনকে রিকসা/ভ্যান ক্রয়ের জন্য ৯৬,৯১,০১,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা'র মহাস্থানগড় শাখার সদস্য আয়শা ইসলাম ঋণের টাকায় ভ্যানগাড়ী ক্রয় করেন ভ্যানগাড়ীর সামনে সদস্য'র স্বামী শরিফুল ইসলাম।

৯. নলকূপ ঋণ (Tubewell) ঃ

পানির অপর নাম জীবন হলেও যদি সেটা দুষিত হয় তাহলে পানিই হতে পারে নানা রোগের কারণ। যা ধীরে ধীরে আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। তবে পানি পানে একটু সচেতনতা অবলম্বন করলে প্রাণঘাতী অনেক রোগ থেকে সহজে আমরা মুক্তি পেতে পারি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও বিশুদ্ধ পানির অভাবে পুকুর, খাল বিল নদীর পানি ব্যবহার করে, বিশুদ্ধ পানির অভাবে পানিবাহী বিভিন্ন রোগে ভুগতে হতো লোকজনকে। এসব বিষয় বিবেচনায় সেবা সংস্থা কর্মএলাকার সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি সহ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করে আসছে, ফলে এখন তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর হয়েছে এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলে গিয়েছে। সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের নলকূপ স্থাপনের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৮৬১১ জন সদস্যকে ৩১,৮৫,৭৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

নন্দীগ্রাম শাখার সদস্য সাজেদা বেগম ঋণ নিয়ে নিরাপদ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন করেছেন।

১০. স্যানিটেশন ঋণ (Sanitation) ঃ

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। এখন আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের বসতবাড়িতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরির জন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো। বেশিরভাগ বাড়িতেই ছিল না স্যানিটারি ল্যাট্রিন। এখন ব্যাপারটি খুবই সহজ হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কারণ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা শুধু সার্বিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নই নিশ্চিত করেনা, একই সঙ্গে তা দারিদ্র্য বিমোচনকেও সরাসরি প্রভাবিত করে। সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওরাও কাজ করে যাচ্ছে। তাই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেবা সংস্থা কর্মএলাকায় গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ দরিদ্র ও অবহেলিত এলাকার মানুষের মধ্যে স্যানিটেশন ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সদস্যদের স্যানিটেশন খাতে ৭১৪৯ জন সদস্যকে ২৬,১১,৫৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

একনজরে ১০টি খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঋণ বিতরণের খাত	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর			২০২৪-২০২৫ অর্থবছর		
	ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	স্থিতি (আসল)	ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	স্থিতি (আসল)
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪৬১২০	৩৬৫,১৭,২৪,০০০/-	১৯৬,১০,১২,২২৬/-	৫০৭১০	৪৪০,৮১,১৯,০০০/-	২৩৬,৬৮,৫৫,৪৭৪/-
তাঁত শিল্প	৮৭১১	৭০,০৪,২৬,০০০/-	৩৫,৫৪,৮০,৩১০/-	৯৫৭৮	৮৪,৫৫,০৭,০০০/-	৪২,৯০,৪৯,০৯৩/-
কৃষি	৬৮৬১৮	৪৩৯,৮০,১০,০০০/-	২৫২,৭২,১৫,৬৯২/-	৭৫৪৪৭	৫৩০,৮৯,৮৬,০০০/-	৩০৫,০২,৩৮,১৪৪/-
গবাদী পশু পালন	১০৩২২	৭৯,০৩,২০,০০০/-	৪১,৭০,১৯,৫৩৪/-	১১৩৪৯	৯৫,৪০,২২,০০০/-	৫০,৩৩,২৪,২২৯/-
হাঁস-মুরগি পালন	১১৭১৫	৮৫,৮০,১৭,০০০/-	৪২,০১,১২,৬৭৮/-	১২৮৮১	১০৩,৫৭,৪১,০০০/-	৫০,৭০,৫৭,৫১৮/-
মৎস চাষ	১১১৯০	৭৯,৯০,০৫,০০০/-	৫২,৮৮,২৫,৩১৪/-	১২৩০৪	৯৬,৪৫,০৬,০০০/-	৬৩,৮২,৬৮,৮৮৬/-
রিকসা/ভ্যান	৮৬৪০	৮০,২৮,১২,০০০/-	৪২,৩৫,১১,৬১০/-	৯৫০০	৯৬,৯১,০১,০০০/-	৫১,১১,৫৯,৮৭৯/-
গৃহায়ন	৭৯৯৬	৫১,১৩,০০,০০০/-	২৬,১২,১৭,২২২/-	৮৭৯২	৬১,৭২,০৭,০০০/-	৩১,৫২,৭৭,৬৯৪/-
নলকূপ	৭৮৩২	২৬,৩৯,০৮,০০০/-	২৪,৬০,১২,৬২৩/-	৮৬১১	৩১,৮৫,৭৭,০০০/-	২৯,৬৯,২৬,৪১২/-
স্যানিটেশন	৬৫০২	২১,৬৩,৪৫,০০০/-	১৯,৮৯,০০,৫৩৯/-	৭১৪৯	২৬,১১,৫৭,০০০/-	২৪,০০,৬৪,১৯৯/-
মোট ঃ	১৮৭৬৪৬	১২৯৯,১৮,৬৭,০০০/-	৭৩৩,৯৩,০৭,৭৪৮/-	২০৬৩২১	১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/-	৮৮৫,৮২,২১,৫২৭/-

সদস্য কল্যাণ তহবিল ঃ

অনির্ধারিত ভবিষ্যতের অতিষ্টকর ঝুঁকি হতে জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা অতীব জরুরী। মানুষের জীবন ও সম্পদ সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ। মানুষের জীবন ও সম্পদ-সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলায় সেবা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্যই সদস্য কল্যাণ তহবিলের আওতাধীন। যার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকদের মৃত্যুজনিত ঋণঝুঁকি নিরসন এবং আপদকালীন অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা এবং অনিশ্চিত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। গ্রাহক কোন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলে, দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে বা স্বাভাবিক মৃত্যুতে এই তহবিলের আওতায় ঋণগ্রহীতা নিজে অথবা তাঁর ১ম নমিনি মৃত্যুবরণ করলে আদায়যোগ্য ঋণ মওকুফ করে তাকে দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত সদস্য কল্যাণ তহবিলের আওতায় ৯৪৭৮ জনকে ২৩,৪০,৭৮,৫১২/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

সেবা সংস্থা মথুরাপুর শাখার সদস্য আমেনা খাতুনের স্বামীর মৃত্যুর কারণে ঋণ পরিশোধ করে তার গচ্ছিত সঞ্চয় তাকে ফেরত দেওয়া হয়।

কেইস স্ট্যাডি

কৃষি উদ্যোক্তা কবিতার গল্প

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানীরা নানাভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তন্মধ্যে কৃষি অন্যতম। সেবা সংস্থাও কৃষি উন্নয়নে দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে, কর্মএলাকার উপকারভোগীদের মাধ্যমে কৃষির প্রসার অব্যাহত রেখেছে। কৃষি খাতে সদস্যদের ঋণ বিতরণ করে একেক জন সদস্যকে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করছে। সেবা সংস্থা বড়ওচনা শাখার সদস্য কবিতা বেগমের কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প আমরা জানবো।

কবিতা ও তার স্বামী আসিকুল নিজস্ব সবজী বাগানে কাজ করছেন

আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে কবিতার বিয়ে হয় মো: আসিকুলের সাথে। স্বামী ছিলো দরিদ্র পরিবারের সন্তান, অভাব বিরাজমান ছিল সর্বত্র, বেশি দুর লেখাপড়া করতে পারেনি। কবিতার স্বামী ফার্নিচারের দোকানে কাঠমিস্ত্রীর কাজ করত, মাসিক আয় ছিল মাত্র ৫,০০০/- টাকা। উক্ত টাকায় কবিতার সংসার চালাতে কষ্ট হতো, এরই মধ্যে সংসারে নতুন অতিথি প্রথম সন্তান পৃথিবীতে আসে। সংসারের খরচ আরও বেড়ে যায়, তখন অল্প আয়ে আর সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না কবিতার।

কবিতার সংসারের অভাব অনটন দেখে আসিকুলের বাবা তাকে সামান্য কিছু কৃষি জমি বর্গা নিয়ে দেন। আসিকুল সেখানেই কৃষি কাজ শুরু করেন, কবিতা ও তার স্বামী মিলে কৃষি জমি চাষ করে সংসার কোন রকমে চালাতে শুরু করেন। তাও আবার এক ফসলি জমি। জমি থেকে যা আসে তা দিয়ে সংসার চলে না, কবিতার দৃঢ় প্রত্যয়ে ও তৎপরতায় স্বামী-স্ত্রী মিলে পরবর্তীতে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে কিভাবে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টা করেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে আধুনিক সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে সবজি চাষ সম্ভব হচ্ছিল না।

লেয়ার ফার্ম থেকে ডিম সংগ্রহ করছেন কবিতা ও তার স্বামী আসিকুল

এমন সময় সেবা সংস্থার বড়চওনা শাখার কর্মীদের সাথে কবিতার পরিচয় হয়, কবিতার আগ্রহ ও প্রবল ইচ্ছা দেখে সেবা'র বড়চওনা শাখা তাকে প্রাথমিক সদস্য নির্বাচন করেন এবং ২০২১ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে তাকে সবজি চাষের জন্য প্রথম দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের টাকায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে করলা, চিচিংঙ্গা, কলা চাষ শুরু করেন, এতে ভাল সফলতা আসে এবং তাদের উৎসাহ আরও বাড়তে থাকে। বেচা-বিক্রি করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সংসার চালাতে থাকেন এবং সামান্য টাকা সঞ্চয় করেন।

পরবর্তী দফায় কবিতার সাফল্য দেখে সংস্থা থেকে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সেই টাকায় বারো মাস সবজি চাষ ও লেয়ার মুরগী পালন শুরু করেন। সবজি চাষ ও লেয়ার মুরগি পালনে তারা সফলতা পায়, ইতোমধ্যেই কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে আশপাশের এলাকায় কবিতার সুনাম ছড়িয়ে যায়।

এরপর তিনি সেবা সংস্থা থেকে কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন। বর্তমানে কবিতা সবজি ও লেয়ার মুরগি পালন করে ১ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে সুখে আছেন। তার সফলতার পিছনে সেবা সংস্থার অবদান ও আর্থিক সহযোগিতার কথা তিনি কখনো ভুলবেন না বলে জানান এবং ভবিষ্যতে সংস্থার কাছ থেকে আরও সহযোগিতা ও আর্থিক যোগান প্রত্যাশা করেন।

উজ্জীবন ঋণ কর্মসূচি

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)

COVID-19 ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখার লক্ষ্যে 'আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'২০২০ এর আওতায় প্রণোদনা ঋণ বিতরণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সে সময়ে কোভিড-পরিস্থিতির কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের পক্ষে গৃহীত ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য দায়-দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ফলে এসকল ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষতিগ্রস্থ তৃণমূল জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণোদনার ঘোষণা করা হয়। সেবা সংস্থা ইতোমধ্যেই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি হতে ৩০ কোটি টাকা গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে এ পর্যন্ত ৬,০০,০০,০০০/- কোটি টাকা উজ্জীবন ঋণ গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে। উক্ত ঋণের টাকা কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে বিতরণ করা হয়েছে। নিম্নে উজ্জীবন ঋণের তথ্য তুলে ধরা হলো।

উজ্জীবন ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম (কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি)	শাখার নাম	মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য				ঋণী সংখ্যা	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি (আসল) ৩০.০৬.২০২৫
			ঋণগ্রহীতার সংখ্যা			বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ		
			মহিলা	পুরুষ	মোট			
১.	কুটির শিল্প	টাঙ্গাইল	০৫	০২	০৭	১৫,০০,০০০/-	০৭	৫,২২,১১৮/-
		বল্লা	০৯	২২	৩১	৪৬,৫০,০০০/-	১৩	৭,৮০,২১২/-
		এলেঙ্গা	২৯	৯৯	১২৮	১,২৫,০০,০০০/-	১৭	৫,৪২,৩৭৬/-
		করটিয়া	২১	৭৭	৯৮	১,৫৫,০০,০০০/-	১৪	৬৯৮,৪৭৩/-
		ঘারিন্দা	৩৬	৭৭	১১৩	১,১৩,৫০,০০০/-	১৯	৪,৮৯,৯০০/-
		কালিহাতী	১৫	৮৭	১০২	১,০৫,০০,০০০/-	--	--
		বাগুটিয়া	১২	৪০	৫২	৪০,০০,০০০/-	২৪	৫,৪০,৫২৭/-
	মোট ঃ		১২৭	৪০৪	৫৩১	৬,০০,০০,০০০/-	৯৪	৩৫,৭৩,৬০৬/-

প্রণোদনা ঋণ নিয়ে মিনি গার্মেন্সের ব্যবসা করছেন বল্লা শাখা সদস্য রিমন এবং টাঙ্গাইল সদর শাখার সদস্য অলোক কুমার মনোহরী ব্যবসা পরিচালনা করছেন

সেবা'র মূল স্লোগান
'সেবা'র উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন'

গৃহায়ন কর্মসূচি

(বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত)

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবাসন। কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা একটি বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গৃহহীন, যাদের মাথাগোজার ঠাঁই নেই, তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ সংস্থানের লক্ষ্যে গৃহায়ন তহবিল গঠন করে। ঘর তৈরী করার মতো নিজস্ব জমি আছে কিন্তু ঘর নেই কিংবা ঘর থাকলেও তা বসবাসের অনুপযোগী/জরাজীর্ণ এবং যাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আছে, এরূপ দরিদ্র বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ বাসস্থান তৈরীর জন্য গৃহঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহায়ন তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তহবিলের তালিকাভুক্ত এনজিওদের মাধ্যমে দেশব্যাপী এ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়তি হচ্ছে। এনজিওগুলো এ তহবিল হতে ১.৫% সরল সুদে ঋণ নিয়ে ৫.৫০% সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে উপকারভোগীদের গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে টাকা ছাড় করে থাকে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ঋণের সিলিং ২,৫০,০০০/- টাকা।

গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে ২০১১ সাল থেকে সেবা সংস্থা এ কর্মসূচি সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ঋণ গ্রহীতা এই কার্যক্রমের সুবাদে আবাসন সংকট দূর করতে সক্ষম হয়েছে, প্রকল্প এলাকার গৃহহীন মানুষের আবাসন সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে, স্বল্প খরচে মজবুত ও টেকসই গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনরা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে এবং সহজ শর্তে ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হওয়ায় ঋণ পরিশোধ তাদের জন্য সহজ হয়েছে।

গৃহায়ন তহবিলের আওতায় গৃহঋণের অর্থে নির্মিত ঘরের সামনে সেবা'র বেড়াডোমা শাখার সদস্য কামরুন্নাহার

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি

মূলত সেবা'র স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হয়ে আসছে। সেবা সংস্থা মানুষের কাছে প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক, প্রতিকারমূলক সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এই কর্মসুচির মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে গ্রামের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। সেবা'র স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি আওতায় কর্মএলাকায় লোকদের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে এলাকা ভিত্তিক বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং পরিচালনা করা হয়। সেবা সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মা ও শিশুর যত্ন, পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ও দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক-আমেরিকার অর্থায়নে সেবা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পিং ঃ

গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণ প্রবীণ মানুষেরা স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সঠিকভাবে পাচ্ছে না। নানাবিধ জটিলতা ও বয়োজষ্ঠ্যতার কারণে তারা চিকিৎসা সেবা নিতে না পেরে ধুকে ধুকে জীবন দিচ্ছে। সেবা সংস্থা কর্তৃক ঐসকল গ্রামীণ অসহায় ৬০ উর্ধ্ব প্রবীণদের বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করে যাচ্ছে।

মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট ঃ

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর। গর্ভবতী মহিলা, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী করণীয় এবং জন্ম বিরতিকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, শহর অঞ্চলের তুলনায় দেশের গ্রামাঞ্চলে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূর্বল অবকাঠামোর ফলে দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। স্বভাবতই উল্লেখিত জনগোষ্ঠী প্রকৃত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেবা সংস্থা বর্তমানে দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক-আমেরিকার আর্থিক সহায়তায় "মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট" এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ০৬ টি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে রোগী দেখা হচ্ছে ও রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন ভিডব্লিউবি কর্মসূচী বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম, যা সম্পূর্ণরূপে দুঃস্থ পরিবার বিশেষতঃ মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ নারী। এই বিশাল জনসংখ্যার বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং তাদের আয় উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উদ্দেশ্য বাংলাদেশের দারিদ্রপীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের মাসিক ৩০ কেজি প্যাকেটজাত খাদ্য (চাল) সহায়তা প্রদান এবং চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও তাদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেবা সংস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, সম্প্রতি ২০২৩-২০২৪ চক্রে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর ও ঘাটাইল উপজেলায় ২৪৭৩ জন ভিডাব্লিউবি উপকারভোগীদের নিয়ে সফলতার সাথে চক্রের কাজ সমাপ্ত করেছে।

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উদ্দেশ্য/লক্ষ্য ঃ

- ❑ ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- ❑ আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❑ উপকারভোগী পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা।
- ❑ দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা।
- ❑ বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- ❑ তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- ❑ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘাটাইল এর উপস্থিতিতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ চলছে

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তা হলোঃ (১) খাদ্য ও পুষ্টি, (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (৩) এইচআইভি/এইডস্, (৪) স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, (৫) নারীর ক্ষমতায়ন।

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ঃ

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছেঃ (১) হাঁস-মুরগি পালন, (২) বাড়ীর আঙ্গীনায় সবজি চাষ, (৩) গাভী ও ছাগল পালন ও (৪) ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নাগরপুর ভিডব্লিউবি প্রকল্পের সঞ্চয় ফেরত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এ দারিদ্র নিরসনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর আলোকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে এসডিজি বাস্তবায়নে মডেল হিসেবে সারাদেশে ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিটি এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা জন্য ৫টি দক্ষ এনজিও'র মাধ্যমে বিএনএফ "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সহযোগি সংস্থাগুলোর মধ্যে সেবা সংস্থা অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে জামালপুর জেলাধীন মেলান্দহ উপজেলায় ০৪নং নাংলা ইউনিয়নের দেউলাবাড়ী গ্রামে উক্ত "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেবা সংস্থা উক্ত গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্তকরণের উদ্দেশ্যে বিএনএফ-এর গাইড লাইন অনুসারে খানা জরিপের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে।

এপর্যন্ত যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ঃ

'গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প'র আওতায় দেউলাবাড়ী গ্রামের ১৭৭টি অতি দরিদ্র পরিবারকে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করার মাধ্যমে গ্রামটি'র দারিদ্র নিরসনে সহায়তা করা হয়েছে, যেমন: ৫৪টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, ৩০টি পরিবারকে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য গোঁড়াপাকাসহ নলকূপ বিতরণ, আয়বর্ধনমুলক কাজের জন্য ৩১টি পরিবারকে ১টি করে গাভী, ৩৩টি পরিবারকে (প্রতি পরিবারকে ২টি করে ৬৬টি ছাগল) ছাগল, ৭টি পরিবারকে (১টি করে) ভ্যান গাড়ী এবং ১২টি পরিবারকে ১টি করে সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও নির্বাচিত উপকারভোগীদের ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী ৩ মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত ল্যাট্রিন ও নলকূপ যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও বিতরণকৃত গাভী ও ছাগল পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেয়া ও রোগ-প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং ভ্যান গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণ চলমান রয়েছে।

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলাধীন দেউলাবাড়ী গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে ছাগল ও গাভী বিতরণ করা হচ্ছে

ফলাফল ঃ

(১) গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলো বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও গোঁড়াপাকাসহ নলকুপ প্রাপ্তির ফলে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।
(২) দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে বিনামূল্যে গোঁড়াপাকাসহ নলকুপ বিতরণের ফলে নিরাপদ পানি পান করতে পারছে।
(৩) স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ফলে উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে আসছে ও গ্রামের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে।
(৪) আয়বর্ধকমূলক কাজে গাভী, ছাগল, ভ্যান গাড়ী ও সেলাই মেশিন বিতরণের ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।
(৫) পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস তৈরি হয়েছে।
(৬) দেউলাবাড়ী গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রকল্পের সুফল অনুধাবন করতে পারছে।

গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে
“বিনামূল্যে ছাগল ও গাভী বিতরণ”
জনাব এস.এম. আলমগীর

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের জনগণের একটা বিশাল অংশ তাদের জীবনধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বেকার সমস্যার বেশিরভাগ সমস্যাই কৃষিতে পুরণ করা যাচ্ছে। যেহেতু বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, সুতরাং এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং গ্রাম ও শহর এলাকার কোন না কোন ভাবে কৃষি কাজ ও বিভিন্ন খামারের সাথে যুক্ত রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৯.১% এবং কৃষিখাতের মাধ্যমে ৪৮.১% মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। ধান, পাট, তুলা, আখ, ফুল ও রেশমগুটির চাষসহ বাগান সম্প্রসারণ, মাছ চাষ, সবজি চাষ, পশুসম্পদ উন্নয়ন, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, বীজ উন্নয়ন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এ দেশের কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত।

কৃষিতে নারীর অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন

এদেশের কৃষকরা সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকে। বেশিরভাগ কৃষক এখনও ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে লাঙ্গল, মই এবং গরু ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। তবে কৃষকদের অনেকেই এখন বিভিন্ন আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় ফলন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে, আমাদের কৃষি খাত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, কৃষির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কৃষি খাতকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। অনুকূল আবহাওয়ার পাশাপাশি সময়মত উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণ সরবরাহ করাও অপরিহার্য। সময়মত কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা প্রদানের জন্য ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিসহ সকল কৃষকের মাঝে যথাসময়ে পরিমাণমত কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গ্রামীণ কৃষকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে

বিগত ২৭ বছর যাবৎ সেবা সংস্থা বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবেশসম্মত কৃষি সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কৃষি ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সেবা সংস্থা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৭৫৪৪৭ জন সদস্যর মাঝে ৫৩০,৮৯,৮৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ বাঁচলে দেশ বাঁচবে, দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচব। আমাদের অসচেতনতার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জীবনধারণের স্থান ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই সচেতন না হলে শুধু আইন প্রয়োগে খুব বেশি সফলতা আসবে না। পরিবেশকে বিবেচনায় না রেখে একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরিবেশ আর উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী নয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশকে রক্ষা করে দেশের উন্নয়ন না করলে তা টেকসই হবে না। এজন্য শুধু সরকার বা বিভিন্ন সংস্থাকে কাজ করলে চলবে না, সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করত হবে।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, আমাদের নদ-নদীগুলো চরম মাত্রার দূষণের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে বড় নদীগুলো থেকে দেশের প্রায় সব নদীতেই বিভিন্ন মাত্রায় দূষণ পৌঁছে গিয়েছে। শিল্পবর্জ্যের ভারী ধাতু পানিতে মিশে নদীর তলদেশে মারাত্মক দূষণ তৈরি করে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না থাকলে মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। টেকসই উন্নয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। গবেষণায় জানা যায়, ২০৫০ সালে ব্যবহৃত হবে ১৪০ বিলিয়ন টন শিল্পবর্জের ধাতু, যা পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করবে। মানুষের কারণে ২০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি, ৩০ শতাংশ বনভূমি এবং ১০ শতাংশ চারণভূমি হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশে আবাসন ও শিল্পায়নের কারণে প্রতি বছর ১ শতাংশ কৃষিজমি কমছে। জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হচ্ছে।

সেবা সংস্থা ভুয়াপুর শাখার সদস্য শারমিন আক্তার ঋণ নিয়ে নার্সারী গড়ে তুলেছেন

এমতাবস্থায়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পগুলোর কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। তেমনি এসব কাজের জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সেবা কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশের চিত্র

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি

মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে উপকারভোগীদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন করতে হলে তাদের জন্য সমসাময়িক বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই উপলব্ধি থেকেই সেবা কর্ম এলাকার মানুষদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে চলছে। কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তাদের মৌলিক অধিকার, পয়ঃনিস্কাশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, যৌতুক, তালাক, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, সামাজিক বৃক্ষরোপণ, সামাজিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে।

মৌলিক অধিকার ঃ

মানুষের মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যা অপরিহার্য এবং দেশের সংবিধানে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা যে অধিকার সংরক্ষণ করা হয় তাই মৌলিক অধিকার। মানুষের মৌলিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো হচ্ছে; আইনের চোখে সবাই সমান, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান, সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগ পাবে, আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার, কারণ না জানিয়ে কাউকে গ্রেফতার এবং আইনের নির্ধারিত সময়ের বেশিক্ষণ আটক রাখা যায় না, চলাফেরায় স্বাধীনতা ইত্যাদি। সেবা তার কর্মএলাকার উপকারভোগীদের এ সব বিষয়ে সচেতন করে থাকে।

পয়ঃনিস্কাশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ

দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের নিরাপদ পানি ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতার কাজ পরিচালনায় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন পরামর্শ, যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করা হয়। ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে হলে কি কি করতে হবে সে বিষয়েও উপকারভোগীদের সচেতনতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানি ব্যবহার, ব্যক্তিগত পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সেবা পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

যৌতুক ঃ

সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিবছর দেশে যে পরিমাণ নারী নির্যাতনের শিকার হয় তার সিংহভাগের জন্যই কোন না কোনভাবে এই যৌতুক প্রথা দায়ী। মানুষের অর্থ লালসা থেকেই যৌতুক প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। পিতা-মাতা ভাল বরের আশায় কন্যা বিয়ে দেয়ার সময় টাকা পয়সা ফার্নিচার ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দিয়ে থাকেন। বিনা কষ্টে সম্পদ প্রাপ্তি বর ও বরের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে উৎসাহিত করে। এভাবে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের আনাচে কানাচে তথা ধনী দরিদ্র সবার মাঝে ঢুকে গিয়েছে। সমাজে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, অপমৃত্যুসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজ ও বিশৃংখলার মূলে রয়েছে এই যৌতুক প্রথা। যৌতুকের ক্ষতিকারক দিক হতে মুক্তি পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণসচেতনতা। সেবা কর্মএলাকার সদস্যদের এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

তালাক ঃ

তালাক শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বন্ধন মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। তালাক বৈধ হলেও একটি নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় কাজ। বর্তমান সমাজে তালাক যেন একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইচ্ছে করলেই একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে সামান্য কারণে তালাক দিচ্ছে, এতে ঐ নারীর ও তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদায় ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং আত্ম-হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে যাতে তালাকের মত জঘন্য বিষয়টি না ঘটে সেজন্য সেবা সংস্থা কর্মএলাকার নারী-পুরুষদের এর ক্ষতিকার বিষয়ে নিয়মিত সচেতন করার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি ঃ

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং দেশের অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠির সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) সমূহ কর্তৃক স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা বা অধ্যয়নরত নির্বাচিত প্রার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত এমএফআই সমূহের উদ্বৃত্ত আয় হতে 'এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেবা সংস্থা উক্ত কর্মসূচি শুরুর প্রাক্কালে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অস্বচ্ছল পরিবারের অদম্য মেধাবী এমন শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৫,০০০/- টাকা করে 'এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করে যাচ্ছে।

একজন শিক্ষার্থীকে 'এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ঃ

এবছর ভারী বর্ষণ এবং ভারত থেকে নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এছাড়া ভারি বর্ষণ ও অতিবৃষ্টির কারণে উজান থেকে আসা ঢলে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের ৫ জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিতে দূর্যোগকালীন সময়ে সেবা সংস্থা ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। এবছর সংস্থার পক্ষ থেকে নাগরপুর, দৌলতপুর, আয়নাপুর, তোরাপগঞ্জ, ইসলামপুর ও মেলান্দহ শাখায় বিভিন্ন এলাকায় ৬০০ জন বন্যার্তদের মাঝে চাল, ডাল, মুড়ি, সয়াবিন তেল, লবন ও আলুসহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ঃ

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটসহ আমাদের দেশেও বৃক্ষের অবস্থা খুবই করুন। যার ফলে মানুষ ক্রমিক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসতো লেগেই আছে, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্ব পরিবেশে দেখা দিয়েছে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া। বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত ও হুমকির সম্মুখীন। বালাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্তবর্তী সরকার সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যয়ের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের স্বার্থে, ইউক্যালিপটাস ও আকাশমণি গাছের চারা তৈরি, রোপণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। একসময় বাংলাদেশে প্রায় ৫ হাজার প্রজাতির বৃক্ষ ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার পর প্রায় ৩ হাজার ৫০০ টি পর্যন্ত রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে। তার মানে, দেশিও প্রজাতি ক্রমাগতভাবে.হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় নিয়ে সেবা সংস্থা দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ কর্মএলাকায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব নিয়ে সমিতি পর্যায়ে সচেতন এবং সদস্যদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে।

বিবিধ কর্মসূচি

প্রতিবছর সেবা সংস্থা কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে পুস্পস্তবক অর্পণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন সহ স্থানীয় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা, এরিয়া ও যোন অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপনের ফটোগ্রাফস

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF) দিবস উদযাপন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত রেজুলেশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ফাউন্ডেশনের সাথে কর্মরত সকল সহযোগী সংস্থাকে নিজ নিজ জেলায় পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২ ডিসেম্বর ২০২৪ সেবা'র কনফারেন্স হলে, টাঙ্গাইল জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা, র‍্যালী ও কেক কাটা কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিএনএফ দিবস-২০২৪ উপলক্ষে সেলিব্রেটি কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সকল অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়

পরিদর্শক (Visitor) ঃ

প্রতিবছর সেবা সংস্থার অর্থায়নকারী দাতা সংস্থা, ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও-দের নিয়ন্ত্রণকারী এমআরএ সহ দেশী-বিদেশী কর্তৃপক্ষ সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন। গৃহায়ন তহবিল, বিএনএফ, সাউথইস্ট ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক পিএলসি এবং ফাইন্যান্স কোম্পানী হতে আইডিএলসি, লংকাবাংলা, আইপিডিসি, ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি'র প্রতিনিধিগণ সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধিগণ সেবা'র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পরিদর্শনকারীগণের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর কৃষি ঋণ বিভাগ হতে যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম খান সহ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি'র হেড অফিস ও টাঙ্গাইল শাখার কর্মকর্তাগণ সেবা সংস্থার আইসড়া ও নাগরপুর শাখাসহ মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকদের ঋণের প্রকল্প সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ হতে যুগ্ম পরিচালক সহ সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, টাঙ্গাইল শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব শচীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এর সাথে ঢাকা টিম ও টাঙ্গাইল শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অদ্য সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ৩ জনের টিম ২ দিন ব্যাপী অত্র সংস্থা নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেছেন

IDLC ফাইন্যান্স পিএলসি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সেবা সংস্থার সাথে ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন।

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি'র প্রতিনিধি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন সাহেবের সাথে শুভেচ্ছা সাক্ষাৎ করেন।

Credit Rating Report of SEBA:

SEBA has been rated by the Credit Rating Information and Service Limited (CRISL) on the basis of Financial Year 2023-24. Rating Date: August 14, 2024 and Valid up to: August 13, 2025 the summary of the rating is

	Defination of Rating
Long Term Rating A-	Bank Loan/Facilities rated in this category are adjudged to carry adequate safety for timely repayment/settlement. This level of rating indicates that the loan/facilities enjoyed by an entity have adequate and reliable credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher cetagories.
Short Term Rating ST-3	**Good Grade:** Good certainty of timely payment. Liquidity factors and company fundamental are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to capital markets in good. Risk factors are small.
Outlook Stable	---

CRISL
Setting global standard at national level

Credit Rating Information and Services Limited
First ISO 9001 : 2015 Certified Credit Rating Company in Bangladesh Operating Since 1995

CREDIT RATING REPORT
On
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

REPORT: RR/81087/24

This is a credit rating report as per the provisions of the Credit Rating Companies Rules, 2022. CRISL's entity rating is valid one year for long-term rating and 6 months for short term rating. CRISL's Bank Loan rating (blr) is valid one year for long-term facilities and up to 365 days (according to tenures and/or short term facilities) for short term facilities. After the above periods, the rating will not carry any validity unless the enterprise goes for rating surveillance.
CRISL followed MFI Rating Methodology published in CRISL website www.crislbd.com

Address:
CRISL
Nakshi Homes
(4th & 5th Floor)
6/1A, Segunbagicha,
Dhaka-1000
Tel: 9530991-4
Fax: 88-02-9530995
Email: crisldhk@crislbd.com

Rating Contact:
Tanzirul Islam
tanzir@crislbd.com

Analysts:
Md. Shahedul Islam
shahedul@crislbd.com

Ashraful Alam
Ashraful@crislbd.com

Entity Rating
Long Term: A-
Short Term: ST-3

Outlook: Stable

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

Activity
Non-government organization and micro finance activity

YEAR OF COMMENCEMENT
1997

CHAIRMAN
Tanvir Ahamed

CAPITAL FUND
Tk. 1192.06 million

TOTAL ASSETS
Tk. 8,585.56 million

TOTAL ASSETS
Tk. 8,585.56 million

Date of Rating: August 14, 2024		**Valid up to: August 13, 2025**
	Long Term	**Short Term**
Entity Rating	A-	ST-3
Outlook	Stable	
Bank Facilities Rating		
Bank/FI	Mode of Exposures (Figures in million)	Bank Loan Ratings
Midland Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 85.22	*blr* A-
	Working Capital Loan Limit of Tk. 100.00	*blr* A-
Dhaka Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 100.00	*blr* A-
NCC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 225.15	*blr* A-
Southeast Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 243.41	*blr* A-
Premier Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 197.14	*blr* A-
Community Bank Bangladesh PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 160.50	*blr* A-
Lanka Bangla Finance PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 115.41	*blr* A-
Pubali Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 75.00	*blr* A-
Agrani Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 250.00	*blr* A-
AB Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 300.00	*blr* A-
Standard Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 198.42	*blr* A-
Union Bank PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 120.00	*blr* A-
IDLC Finance PLC	Working Capital Loan Limit of Tk. 59.00	*blr* A-
Bank Asia PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 23.49	*blr* A-
IPDC Finance PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 29.01	*blr* A-
NRBC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 85.17	*blr* A-
SBAC Bank PLC	Term Loan Outstanding of Tk. 8.52	*blr* A-
	Working Capital Loan Limit of Tk. 40.00	*blr* A-
Bangladesh NGO Foundation	Term Loan Outstanding of Tk. 14.29	*blr* A-
Grihayan Tahobil	Term Loan Outstanding of Tk. 27.21	*blr* A-

1.0 RATIONALE

CRISL has reaffirmed the Long-Term Rating 'A-' (pronounced as single A minus) and the Short Term Rating 'ST-3' to Socio Economic Backing Association (SEBA) on the basis of its relevant quantitative and qualitative information up to the date of rating. The above ratings have been reassigned after due consideration to its fundamentals such as average business performance, experienced management team, regular loan repayment status, etc. However, The above factors are constrained to some extent by moderate capital adequacy, high NPL ratio, moderate liquidity, etc.

Micro Finance Institutions rated in this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories. The short term rating indicates good certainty of timely payment. Liquidity factors and company fundamentals are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to financial markets is good. Risk factors are small.

CRISL also placed the entity with 'Stable' Outlook with an expectation of no extreme changes in economic or company situation within the rating validity period.

For Chief Executive Officer
Nusrat Amina Ahmed
Vice President
Credit Rating Information and Services Limited

নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

- Auditor's Report
- Statement of Financial Position
- Statement of Comprehensive Income
- Statement of Receipts and Payments
- Statement of Cash Flows

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

১ জুলাই'২০২৪ হতে ৩০ জুন'২০২৫

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Executive Director (ED)
Socio Economic Backing Association (SEBA)
Consolidated Financial Statements

Report on the Audit of the Financial Statements

We have audited the Consolidated financial statements of Socio Economic Backing Association (SEBA) which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2025, and Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts and Payments, Consolidated Statement of Cash Flows and Consolidated Statement of Changes in Equity and a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the report as at 30 June, 2025, and of its financial performance and its receipts and payments for the year then ended in accordance with accounting policies as explained in note 4.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the report in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements and internal controls:

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with accounting policies as explained in note 4, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Program's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to cease operations of the Fund or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Program's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Independent Auditors' Report:

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainly exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Program's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Program to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on other matters:

We also report the following:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Program so far as it appeared from our examination of these books; and
c. The Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: 29 July 2025
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2507291368AS725328

Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants

Biplab Hossain FCA (ICAB), ACA (ICAEW)
Partner
Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Firm's Enlishtment No: CAF-001-017
Partner's Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 30 June 2025

Annexure- A1/2

Particulars	Notes	2024-2025 BDT	2023-2024 BDT
Properties & Assets			
Non-Current Assete		**149,810,643**	**139,764,418**
Property, Plant & Equipment (at cost)	6.00	149,810,643	139,764,418
Current Assets :		**9,995,595,603**	**8,445,791,233**
Loan to Member's	7.00	8,858,221,527	7,339,307,748
Investments on Fixed deposit	8.00	670,626,489	672,430,048
Bond	9.00	-	10,000,000
Other Loan	10.00	13,082,123	8,826,707
Suspense Accounts	11.00	824,103	1,036,188
Advance Accounts	12.00	7,058,721	4,885,252
Cash & Cash Equivalent	13.00	445,782,640	409,305,290
Total		**10,145,406,246**	**8,585,555,651**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund :		**1,372,260,048**	**1,192,063,664**
Cumulative Surplus	14.01	1,235,034,043	1,072,857,298
Capital Reserve	14.02	137,226,005	119,206,366
Non-Current Liabilities		**3,278,276,439**	**3,326,895,995**
Loans from housing fund (Bangladesh Bank)	15.00	36,371,111	27,217,168
Loan from Bank & Others	16.00	2,461,710,202	2,330,219,590
Sort Term Loan	17.00	780,195,126	969,459,237
Current Liabilities:		**5,494,869,759**	**4,066,595,992**
Member's Savings	18.00	4,123,742,595	2,934,593,303
Loan Loss Provision	19.00	477,486,660	433,640,591
Gratuity Fund	20.00	63,754,198	36,188,055
Provident Fund	21.00	173,111,797	127,903,861
Retirement Fund	22.00	55,840,126	100,047,760
Provision for Income TAX	23.00	2,550,000	-
Other Current liabilities	24.00	598,384,383	434,222,422
Total		**10,145,406,246**	**8,585,555,651**

Chairman **Executive Director** **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 29 July 2025
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2507291368AS725328

Islam Quazi Shafique & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

Biplab Hossain FCA (ICAB), ACA (ICAEW)
Partner
Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Firm's Enlishtment No: CAF-001-017
Partner's Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2025

Annexure- A1/3

Particulars	Note	2024-2025 BDT	2023-2024 BDT
Income:			
Service charge/Interest Income on Loan		1,813,872,088	1,478,140,247
Bank Interest		9,022,542	14,105,549
Interest on FDR		50,768,317	41,391,858
Members Admission fee		1,547,250	1,106,803
Loan Application fee		1,080,790	992,210
Pass Book sales		2,783,805	2,280,093
Others Income	25.00	9,005,980	24,739,910
Total		**1,888,080,772**	**1,562,756,670**
Expenditure:			
Interest on Bank Loan		283,096,938	182,984,620
Interest on Members Savings		159,767,567	123,687,876
Interest on Short Term Loan		101,313,968	83,105,818
Rebates		17,744,570	14,059,340
Staff Salary & Benefit		651,362,270	518,099,123
Office Rent		9,868,650	8,857,650
Printing and Stationery		6,252,176	6,181,928
Staff Telephone, Mobile & Postage		5,202,749	5,243,076
Repair & Maintenance		2,245,423	2,404,623
Fuel Cost & Allowance		17,343,398	14,174,022
Electricity,Gas & Water bill		3,837,137	3,208,077
Entertainment		5,453,118	4,953,837
Advertisement		158,360	324,980
Bank charge		3,194,167	4,958,307
Legal Expenses		811,503	521,277
Registration fee (MRA & Others)		2,825,653	3,127,916
Staff Meeting Expenses		115,260	249,025
MRA- MFI Higher Education scholarship		485,000	300,000
Other operating expenses	26.00	222,418,483	167,336,122
Audit fee		150,000	178,250
Board Members Honorarium		344,000	440,000
Tax & VAT expenses	27.00	34,768,982	12,270,602
Loan loss Provision (LLP)		176,575,016	295,441,253
Total Expenditure		**1,705,334,388**	**1,452,107,722**
Excess of Income over Expenditure before tax		**182,746,384**	**110,648,948**
Less: Provision for Income TAX		2,550,000	-
Excess of Income over Expenditure after tax		**180,196,384**	**110,648,948**
Total		**1,888,080,772**	**1,562,756,670**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 29 July 2025
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2507291368AS725328

Islam Quazi Shafique & Co. ★ Chartered Accountants ★ QSI

Biplab Hossain FCA (ICAB), ACA (ICAEW)
Partner
Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Firm's Enlishtment No: CAF-001-017
Partner's Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Receipts and Payments
For the year ended 30 June 2025

Annexure- A1/4

Particulars	Note	2024-2025 BDT	2023-2024 BDT
Opening Balance		**409,305,290**	**129,365,016**
Cash in hand		20,431	26,282
Cash at Bank		409,284,859	129,338,734
Receipts :		**25,356,491,842**	**21,531,956,334**
Service charge/Interest Income on Loan		1,813,872,088	1,478,140,247
Bank Interest		9,022,542	14,105,549
Interest on FDR		11,760,673	41,391,858
Members Admission Fee		1,547,250	1,106,803
Loan Application Fee		1,080,790	992,210
Pass Book sales		2,783,805	2,280,093
Fixed Deposit Encashment		580,540,313	402,879,081
Bank Loan Received		3,901,062,084	3,542,705,759
Members Savings Collection		3,296,935,460	3,008,296,978
Members Loan Principal		14,057,467,787	11,792,305,735
Others Receipts	28.00	1,680,419,050	1,247,752,021
Total Receipts		**25,765,797,132**	**21,661,321,350**
Payments		**25,320,014,492**	**21,252,016,060**
Members Loan Disbursement		15,682,923,000	12,991,867,000
Members Savings Return		2,230,076,487	2,512,750,505
Bank Loan Payment		4,012,948,480	2,923,015,751
Fixed Deposit Payment		546,500,000	592,121,476
Interest paid to Bank Loan		31,706,092	182,984,620
Interest on Members Savings		148,662	123,687,876
Interest Paid Short Term Loan		85,327,590	83,105,818
Rebates		17,744,570	14,059,340
Staff Salary & Benefit		651,362,270	518,099,123
Office Rent		9,868,650	8,857,650
Printing and Stationery		6,252,176	6,181,928
Staff Telephone ,Mobile & Postage	29.00	5,202,749	5,243,076
Entertainment		5,453,118	4,953,837
Repair & Maintenance		2,245,423	2,404,623
Fuel Cost & Allowance		17,343,398	14,174,022
Electricity & Gas, Water bill	30.00	3,837,137	3,208,077
Advertisement		158,360	324,980
Bank charge		2,104,063	4,958,307
Legal Expenses		811,503	521,277
Registration fee (MRA & Others)		2,825,653	3,127,916
Staff Meeting Expenses		115,260	249,025
Others Payments	31.00	1,976,617,760	1,243,230,981
Audit fee		150,000	178,250
Board Members Honorarium		344,000	440,000
Tax & VAT expenses	32.00	27,948,091	12,270,602
Closing Balance		**445,782,640**	**409,305,290**
Cash in hand		7,657	20,431
Cash at Bank		445,774,983	409,284,859
Total		**25,765,797,132**	**21,661,321,350**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 29 July 2025
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2507291368AS725328

Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants QSI

Biplab Hossain FCA (ICAB), ACA (ICAEW)
Partner
Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Firm's Enlishtment No: CAF-001-017
Partner's Enrollment number: 1368

Socio Economic Backing Association (SEBA)
Micro Credit Program (MCP)
Statement of Cash Flows
For The year ended 30 June 2025

Annexure- A1/6

	Notes	2024-2025 BDT	2023-2024 BDT
(A) Cash Flows From Operating Activities:			
Surplus for the period		180,196,384	110,648,948
PPE Adjustment		-	(1,000,150)
Net Fund increase /decrease		**180,196,384**	**109,648,798**
Add: Amount considered as non cash items		**52,217,409**	**230,618,294**
Loan Loss Provision (LLP)		43,846,069	218,633,894
Depreciation on PPE		8,859,778	8,450,508
Provision for savings interest		(488,438)	3,533,892
Sub-total of non cash items		**232,413,793**	**340,267,092**
		(1,525,130,579)	**(1,200,146,180)**
Members Loan Outstanding		(1,518,913,779)	(1,197,560,909)
Advance, Deposits & Prepayments		(2,173,469)	(334,752)
Suspense Account		212,085	(52,000)
Other Loan		(4,255,416)	(2,198,519)
Net Cash Generated from Operating Activities		**(1,292,716,786)**	**(859,879,088)**
(B) Cash Flow from Investing Activities			
Acquisition of Property, Plant and Equipment		(10,046,225)	(8,502,804)
Investments on Fixed Deposit (FDR)		1,803,559	(189,242,395)
Bond		10,000,000	(10,000,000)
Loans from Housing Fund		9,153,943	12,816,081
Loan from Banks		131,490,612	606,873,927
Other Loan		(189,264,111)	91,815,572
Net Cash Generated from Investing Activities		**(46,862,222)**	**503,760,381**
(C) Cash Flow from Financing Activities			
Other Current Liabilities		155,790,621	94,111,956
Members Savings		1,189,149,292	495,545,473
Gratuity Fund		27,566,143	7,600,500
Provident Fund		45,207,936	22,028,258
Provision for Income TAX		2,550,000	-
Retirement fund		(44,207,634)	16,772,794
Net cash Generated from/(used in) Financing activities		**1,376,056,358**	**636,058,981**
(D) Net increase/decrease (A+B+C)		**36,477,350**	**279,940,274**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year		409,305,290	129,365,016
Cash and Bank Closing Balance		**445,782,640**	**409,305,290**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Chairman **Executive Director** **Chief Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 29 July 2025
Dhaka, Bangladesh

DVC: 2507291368AS725328

Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants QSI

Biplab Hossain FCA (ICAB), ACA (ICAEW)
Partner
Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants
Firm's Enlishtment No: CAF-001-017
Partner's Enrollment number: 1368

উপসংহার ঃ

সেবা সংস্থা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি প্রতিষ্ঠান। সময়ের সাথে চলার জন্য সংস্থা ইতিবাচক স্থায়ী পরিবর্তন তথা রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এবছরে সেবা'র সেইসব ধারাবাহিক এবং সময়োপযোগী কর্মকান্ডের বাস্তবায়িত তথ্যচিত্র সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিটই ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ মন্তব্য করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনুস বলেছেন, 'এটাই প্রকৃত ব্যাংকিং, আগামী দিনের ব্যাংকিং, যেটাতে মানুষ তার নিজের পরিচয়ে কাজ করবেন, বিশ্বাসের ওপরে ব্যাংকিং চলবে, টাকার ওপরে নয়।' মাইক্রোক্রেডিটের কান্ডারি, তাঁর এই মন্তব্য সেবা'র পাথেয় হয়ে থাকবে। মাইক্রোক্রেডিট আজ অনেক দূর এগিয়েছে। সর্বোপরি ব্যাংকিং খাতে যে জায়গাগুলোতে দূর্বলতা আছে, মাইক্রোক্রেডিট সে জায়গায় শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে, যা এখন বহুলভাবে প্রমাণিত। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এখন আরও বেশি প্রতিষ্ঠানবান্ধব ও জনবান্ধব ভূমিকায় রয়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে সেবা সংস্থা আগামীতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়। সেবা'র মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে সেবা সদা তৎপর, কাজের ধারাবাহিকতায় সেবা উত্তোরোত্তর আরও বিস্তৃতি লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
Head Offie : Seba Tower, Biswas Betka, Tangail, Bangladesh
Phone: +88029977-51602, +88029977-62988
E-mail: seba.tangail@yahoo.com
Web: www.seba-bd.org